সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের গল্প অবলম্বনে

রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত

-পরিমল ত্রিবেদী

এক

পর্দা খুললে দেখা যায় রাণীর ঘাট। ভোর বেলা। সূর্য্য উঠছে। এক দিকে বটতলায় চায়ের দোকান, অন্যদিকে ঘাটোয়ারের বাঁশের মাচান, ওপরে চালা। একটু অদুরে সুরিক্ষেপীর ঝুপড়ি। চোবেজী ঘাটে স্নান সেরে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সূর্য্য প্রণাম করে। ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাশং..........। তারপর ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ে-

চোবে ।। আরে এ শম্ভুয়া - শম্ভুয়া -আরে ফাস্ট বাস আসবার টাইম হয়ে গেলোরে-

মাচানের কাছে এসে কাপড় পালটায় তারপর ভেজা কাপড় ঘাটে মেলে।

জগাকে মাই এক কাপ চায়-

ময়রা মাসী চায়ের উনুনে আঁচ দিয়ে পাখার বাতাস করছে।

ঘাট ক্রমে ব্যস্ত হয়। মাঝির গান ভেসে আসে। চায়ের দোকানে লোকজন চা খাচ্ছে।অনেকে রাণীর ঘাট পার হ'য়ে এপারে আসছে আবার অনেকে বাস থেকে নেমে ওপারে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কারও ওপারে যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা আবার কারও এপারে বাস ধ'রে অন্যত্র যাওয়ার।

এই ঘাটের ঘাটোয়ার চোবেজী ঘাটপারের পয়সা নিতে ব্যস্ত। এরই মধ্যে সুরিক্ষেপী সারা ঘাটজুড়ে ঘোরে, মুখে শুধুমাত্র কিছু বোঝাতে চায়। কেউ কেউ দয়া করে তার দিকে পয়সা ছুঁড়ে দেয়।ক্ষেপী সেই পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে, তারপরই সেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে যে দেয় তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে।

সারা ঘাটের অনেক মানুষের চোখ সুরির দিকে।লালসা মাখানো চোখ, পেলেই যেন গিলে খায়। লক্ষন, মদন আরও কেউ কেউ এই চায়ের দোকানে বসে থাকে শুধু সুরির জন্য।যেদিন থেকে সুরি এখানে এসেছে সেদিন থেকে জগার চায়ের দোকানে মন বসেছে, মাকে সাহায্য করছে।

সুরিকে এরা যেভাবে দেখতে চায় সেভাবে দেখতে পায়না চোবে আর জগার মা ময়রা বৌয়ের জন্য। কারণ ময়রা বৌ আর চোবের নজর যেন সব সময় এদের দিকে। জগা চোবেকে চা দিয়ে ফেরার সময় থমকে দাঁড়ায়, সুরিকে দেখে। ময়রা বৌ চীৎকার করে জগাকে ডাকে। জগা থতমত খেয়ে কিছুই করেনি ভান করে দোকানে ছুটে এসে কাজে ব্যস্ত হয়।

ময়রা বৌ কখনো সুরিকে নিজের হাতে চা খাওয়ায়। স্নান করায়, কিছু খেতে দেয় ভোর থেকে সকাল, দুপুর ক্রমে বিকেল থেকে সন্ধ্যে নামে। সুরি ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বাবা , বাবা, বা বা বাবা । ময়রা বৌ সুরিকে তার আটচালায় রেখে আসে। তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালে,শঙ্খ বাজে। নির্জনতা নেমে আসে।চোবের রামায়ণ পাঠ শোনা যায়। চোবের সুর করে রামায়ণ পাঠ শোনা যায়। সুরির চীৎকার। দেখা যায় সুরিকে কেউ ঘাটপাড় দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুরির চীৎকারে চোবের রামায়ণ পাঠ থেমে যায়। হাতে একটা লাঠি নিয়ে চোবে ছুটে আসে। পেছনে ময়রা বৌ।

চোবে।। কৌন? আরে এই শালা হারামির বাচ্চা - ছোড়, ছোড় দো সুরিকো-

সুরিকে যে নিয়ে যাচ্ছিল পালিয়ে যায়। চোবে তার পিছু নেয়। সুরি বাবা বাবা বলে চীৎকার করে কাঁদে ।

ময়রা।। আরে এই মুখপোড়া মরার ব্যাটা মরা পালালি কেনে রে পালালি কেনে! হাতে পায়ে পোকা পড়বে রে মরার ব্যাটা মরা-

সুরির কাছে যায়।

এই হারামজাদী চিল্লাতে পারিসনা? মুখে বাঁশ ঢুকেছে-

সুরি ।। বাবা!

ময়রা ।। অ্যাঁ ! বাবা ছাড়া কথা নাই!

সুরি।। বাবা-বাবা!

ময়রা।। অ্যাঁ বাবা! তোর দাঁত নখ নাই? ছিঁড়ে খেতে পারিসনা?

সুরি ।। বাবা বাবা!

ময়রা।। চুপ! চুপে যা, চুপ!

মাথায় হাত রাখে। সুরি জড়িয়ে ধরে ময়রাবৌকে।চোবে ফিরে আসে।

ধরতে পারলানা?

চোবে।। না, আন্ধারে কোনদিকে ভাগলো বুঝতে পারলামনা।

ময়রা।। চিনতে পারলা?

চোবে ।। না। আনহারে ঠাহর করতে পারলামনা।

সুরি।। বাবা বাবা!বাবা-

চোবে ।। শালা জানবর আছে, শালা গিদ্ধরের বাচ্চা।

সুরি ।। বাবা-

চোবে ।। সেদিনই হামি তুমাকে হাজারবার কোরে বলেছিলাম জোয়ান লড়কি, ই ঘাটে উকে রাখা ঠিক হোবেনা। এখোন বুঝো-

ময়রা ।। বলি কি করতাম শুনি, এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কোথায় যেত মেয়েটা?

চোবে ।। এ দুনিয়ায় থাকবার বহোত জগাহ আছে।

ময়রা ।। সেখানে বুঝি সব দেবতা বাস করে? আর এইখানে সব অসুর! একটা পাগলি মেয়ে-

চোবে ।। রেখেছ, এখন ঠেলা সামলাও। আটকে রাখতে পারছ? সেদিন খেপিটা নৌকায় উঠলো, ভাবলাম যাক বাবা বাঁচা গেলো। ওপারে শহরে ওর একটা জগাহ মিলে যাবে। তা তুমিই তো তোখন জোর করে উকে নৌকা থেকে নামিয়ে লিলে।

ময়রা ।। ভালো করেছি। মেয়ে মানুষের যন্ত্রনার কথা তুমি কি বুঝো!

চোবে ।। কতোদিন উকে এভাবে চোখে চোখে রাখবে?

ময়রা ।। যতোদিন আমি বেঁচে থাকব।

চোবে ।। ঠিক আছে রাখ। আরে হামার কি! আঁ হামার কি!

সুরি ।। বাবা বাবা !

ময়রা ।। চোবে! মেয়ে মানুষের শরীরটাই মেয়ে মানুষের বড় শত্তুর। চল ঘরে চল ক্ষেপি- উঠ-

চোবে ।। থাম থাম হ্যারকেনটা লিয়ে আসি। বহুত আন্ধার। হামার কথা কানে লিছনা কিন্তু, ঠিক আছে। একদিন বুঝবা। ঘাটপাড়ে ঝুপড়ি বানাতে হোবে, পোয়সা কৌন দেবে? না ঘাটোয়ার দিবে! কি হোবে? না সুরিক্ষেপি থাকবে!

ময়রা ।। পয়সার গরম দেখিওনা চোবে। পয়সা দিয়ে আফশোস হয়ে থাকলে বলবা দিয়ে দিব- কিন্তু পয়সার গরম দেখাবানা বলে দিলাম।

চোবে ।। হাঁ হাঁ তুমার বোহত পোয়সা হয়েছে এখোন।

ময়রা ।। তোমাকে আর যেতে হবে না, তুমি তোমার ধাবায় যাও।আমি যেতে পারব।
চোবে ।। এই দেখো গুসসা হোয়ে গেলো! চোলো চোলো-

চোবে ময়রা বৌ ও ক্ষেপিকে আলো দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফেরে।
চোবের মুখে টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ে।

চোবে ।। কৌন?
ইব্রাহিম ।। একদম চোপ!
চোবে ।। কৌন? ইব্রাহিম!
ইব্রাহিম ।। হ্যাঁ
চোবে ।। এত্তো রাতে?
ইব্রাহিম ।। আমার কারবারটাইতো শালা রাতে। তা তুমি শালা ঘাট ছেড়ে ওদিকে কেন? সুরিয়ার ঘরে নাকি?
চোবে ।। একদোম ফালতু বাত বলবেনা এবরাহিম!
ইব্রাহিম ।। চোপ!
চোবে ।। হামিতো শালা জনবর লই। আর হামিতো তুমাকে বলেছি ই ঘাটে আর তুমি আসবানা!
ইব্রাহিম ।। বেকায়দায় না পড়লে আসে কৌন শালা!
চোবে ।। কেনো পুলিশ ফিন পিছা ধরলো কি?
ইব্রাহিম ।। হ্যাঁ। হপ্তা লিয়েও শালা বেইমানী। এই পুলিশ আসছে! ম্যানেজ করে লিও।আমি ক্ষেপির ঘরে যাচ্ছি। আর তুমি শালা যদি বেগরবাই করেছ- আমিতো জেলে যাব, কিন্তু ফিরে এসে তোমার লাশটা বিহারে মুলুকে দিয়ে আসব! কাথাটা মনে থাকে যেন!

ইব্রাহিম চলে যায়। সুরির ঝুপড়ি থেকে চীৎকার শোনা যায়- বাবা! বা বা! চোবে কিছুক্ষন দাঁড়ায়।
তারপর নিজের চালায় যেতে উদ্যত হয়।অশ্বিনী দারোগা আসে।

দারোগা ।। চোবে! তুমি এখনও জেগে আছ?
চোবে ।। আরে দারগা সাহেব! ইতনা রাত আপ-
দারোগা ।। এন এইচ এ বাস ডাকাতি! এদিকে কাউকে আসতে দেখেছ?
চোবে ।। ইখানে? কৌন?
দারোগা ।। ডাকাত ডাকাত-
চোবে ।। ডকাইত!
দারোগা ।। হ্যাঁ। একমাসে তিনটে ডাকাতি। শালা পাগল করে ছাড়লে।

ঘাটের এদিক ওদিক টর্চ ফেলে দেখে।

আচ্ছা নৌকো করে ওপারে পালিয়ে যায়নিতো?
চোবে ।। না না পারাপার তো কোখন বন্ধ হোয়ে গেছে-
দারোগা ।। এদিকে আসেনি বলছ? তবে গেলটা কোন দিকে!

বাইরের উদ্দেশ্যে

এই নবা! দুজনকে সঙ্গে করে রাণীর ঘাটের পার বরাবর দেখ। আমি বড় রাস্তায় যাচ্ছি। ডানদিকের রাস্তাটা দিয়ে আমার কাছে একজনকে পাঠিয়ে দে-
সুরি ।। বা বা! বাবা!

সুরির আর্তি শোনা যায়। অশ্বিনী সেদিকে এগোয়। চোবে তার সামনে চলে আসে।

চোবে ।। পাগলিটা মানে সেই ক্ষেপিটা! আজ ওর তবিয়তটা বহোত খরাব-
দারোগা ।। ও। তাহলে এদিকে আসেনি বলছ! পালাবে কোথায় শালা!

দ্রুত বেড়িয়ে যায়।

সুরি ।। বাবা! বাবা ! বা বা-

চোবে লণ্ঠনটা নিয়ে সুরির ঘরের কাছে আসে। ঘরটা লক্ষ্য করে। আলো নেভে।

দুই

গভীর রাত। ময়রা বৌ হঠাৎ ক'র ঘুমভাঙা অবস্থায় ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে।
জগাকে খোঁজে। সুরির ঘরের দিকে যায়। ফিরে আসে।
ঘাটপাড়ে সুরির গোঙানী শোনা যায়। চকিতে ময়রাবৌ সেদিকে যায়।
অবসন্ন জগা ঘাটপাড় থেকে উঠে আসে,
কিছু বোঝার আগেই ময়রা বৌ তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
তাকে মারতে থাকে,
চোবে এসে ঘাটপাড়ে দাঁড়ায়।

চোবে ।। এ ভাবি ক্যা হুয়া?

এই সময়ে জগা পালিয়ে যায়। ময়রা বৌ কাঁদতে থাকে।
তার সব রাগ সুরির ওপর গিয়ে পড়ে।
সুরিকে ঘাটপাড় থেকে তুলে তার চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকে।
চোবে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে।

ময়রা ।। হারামজাদী মাগী, চরিত্তরহীন, বেশ্যা-

সুরি ।। বাবা! বা বা! বাবা-

সুরি কাঁদে। ময়রা বৌ ঘাটপাড়ে বসে পড়ে।
চোবে এসে ময়রাবৌয়ের পাশে দাঁড়ায়।

ময়রা ।। ওকে তাড়াও, ওকে তাড়াও চোবে, ও রাক্ষসী। এঘাট ভেসে যাবে -

চোবে ।। ক্ষেপীর কি আর দোষ বোলো, আর ওকে ভাগালে কি তুমি ভাগাতে দিবে!

ময়রা ।। এ আমার কি হল চোবে! কি হল আমার! জগার বাপটা তো অমন ছিলনা, তবে জগা কেনে এমন হল চোবে!

চোবে ।। তুমি সেদিন বললেনা মেয়ে মানুষের গতরটাই বড় শত্রু!

ময়রা বৌ কাঁদে।

রোনে সে ক্যা ফয়দা হাঁ! জোগার বোয়োস হয়েছে, হামি বলি কি এবার ওর দেখে শুনে শাদী দিয়ে দাও-

ময়রাবৌয়ের কান্না আরও বাড়ে, চোবে তার মাথায় হাত রাখে।

রো মত, মত রো!

আলো নেভে।

তিন

সুরি ক্ষেপী ঘাটে ব'সে। ময়রা বৌ চায়ের দোকানে। চোবে নিজের মাচায়।
লোকজন ঘাট পাড়ের পয়সা দেয়।তারপর নৌকায় ওঠে।
শম্ভুমাঝির গান ভেসে আসে। সুরি বাবা বা বা চীৎকার করে।

সুরি ।। বাবা বা- বা বাবা বা

দুহাত মাটিতে আছড়ায়,আবার সেই হাত কপালে ঠেকায়।
দুরে শম্ভুমাঝি গান গায়

শম্ভু ।। আমি কেমনে এ গঙ্গা হব পার আমি জানিনা সাঁতার!
গঙ্গায় আছে মাঝিরে ভাই সে পার করাবে তোমায়
পার করাবে মাঝি তোমায় ভয় কি আছে তোমার।।

সুরি ।। বাবা বাবা-

ময়রা ।। জগা! জগা! কোথায় গেলি? যেই একটু ফাঁক পেয়েছে অমনি ছুটেছে বৌয়ের মুখ দেখতে। আমি যেন কারোর বৌ ছিলামনা!এখন একটু ফাঁকা, তা এখন আবার জগার পাত্তা নাই। এদিকে বেলা গড়াতে চলল-

সরি ।। বাব বাবা বাবা!

ময়রা ।। পোড়ারমুখী কি সব সময় বাবা বাবা করিস! কোন কালের সবাই তোর বাপ যে বাবা বাবা করিস!

ময়রা বৌ চা নিয়ে গিয়ে সুরিকে খাওয়ায়।

সুরি ।। বাবা বাবা !

ময়রা ।। বহু পাগল দেখেছি বাবা এমন পাগল দেখিনি।

এর মধ্যে একজন ঘাট পার হতে গিয়ে সুরির দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিলে
সুরি সেই পয়সাটা তার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

নে না দিচ্ছে যখন নে। তা না। মনে হচ্ছে দিই দুঘা। আহ্লাদেপনা! বেঁধে দেনগো বাবু বেঁধে দেন। ক্ষেপীমানুষ পয়সাকড়ির মাহাত্মতো আর বোঝেনা !

পয়সা কুড়িয়ে নিজের আঁচলে বাঁধে। জগা আসে।

জগা ।। যা মা তুই ভিতরে যা! আমি দেখছি-

ময়রা ।। সোহাগ খাওয়া হল! তোর বাপেরও তো নতুন বৌ ছিলাম আমি! কোন সময়টা নিজের কাজ ভুলে আমায় দেখা দিত শুনি! শাস শশুড়ের সামনে বৌয়ের সঙ্গে কথা বলা তোর বাপ ভাবতেও পারতোনা। লজ্জা শরম নাই সব সময় বৌয়ের সঙ্গে ফুসফুস ফুসফুস!

জগা ।। আঃ তুই যাতো। গাঙে ডুব দিয়ে মাথাটা ঠান্ডা করে আয়-

ময়রা ।। মাথা আর আমার ঠান্ডা হবেনা! কতোক্ষণ থাকিস বাপ দোকানে! দুমাস হল বিয়ে দিয়েছি, একঘন্টার জন্য তো থির হয়ে বসে থাকতে পারলিনা। মাথা ঠান্ডা করবে! এতোবড় একটা ছেলে থাকতে আমাকে কী না করতে হয়! বাজার হাট করা, দোকান দেখা....... যাচ্ছি গিয়ে দেখাচ্ছি মজাটা!

জগা ।। দেখ মা বৌকে তুই কিছু বলবি না। উতো আর কুনো দোষ করেনি!

ময়রা ।। অ্যাঁ দোষ করেনি! জানেনা একটা মেয়ে মানুষ দোকান সামলাচ্ছে .... ভাতার তো আমারও ছিল, এমন গিঁট বেঁধে তো আটকে রাখিনি! কেন কেন বলতে পারেনা তোকে!

জগা ।। বলেছে মা বলেছে। তুই যাতো .... আমি আর যাব না হলতো!

জগা আর ময়রা বৌ দুজনে রাগের মধ্যে দুমদাম কাজ করতে থাকে।

চোবে আসে।

চোবে ।। আরে এ ভাবী, ক্যা হুয়া? মা বেটাতে কি বকর বকর করছ?

ময়রা ।। আর বল কেনে ! এই আমার জগার ব্যাপারটা দেখনা, সব সময় বোয়ের আঁচল ধরে থাকতা হ্যায়।

চোবে ।। আ হা নয়া নয়া শাদী হয়েছে, এখোন তো ওমন হোবেই ভাবী .... আরে এ ইসমাইলভাই ! ইধার আও........ আও আও আজ বহোত দের হলো যে তুমার?

ইসমাইল আসে।

ইসমাইল ।। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ, সক্কালবেলা দু মাইল যেতে না যেতেই টায়ার পাম্পচার। পাক্কা আধঘন্টা বসিয়ে দিলে। আর কন্ডাক্টর তো শালা আর ছোবে না। এদিকে খালাসীটাও নতুন ছোকরা। একটা ভাল ছেলে পাচ্ছিনা.......

সুরি ।। বাবা বাবা বাবা......

ইসমাইল সুরির কাছে আসে। ওর আঁচলে কটা পয়সা বেঁধে দেয়। সুরি চেঁচায়।

বাবা বাবা বাবা ....

চোবে ।। সাত বরস হোয়ে গেল ই পাগলীটা এখানে আসিয়েছে, একটা দিনভি এমনি গেলোনা যে দিনটা ইসমাইলভাই উয়াকে পোয়সা দিলেনা ! দেখতে দেখতে সাত সাতটা বোচ্ছর কেটে গেলো। কোতো কি হোয়ে গেলো লেকিন সুরি ক্ষেপী ক্ষেপী হোয়েই থিকে গেলো!

ইসমাইল ।। আরে এ চাচী! ক্ষেপীকে চান করাবা না আজ?

ময়রা ।। কেন রে মুখপোড়া, আমার কোন বাপের শ্রাদ্ধটা আটকেছে যে ওকে চান করাতে হবে? এ্যাতো দরদ তো যা না কটা ডুব দিয়ে নিয়ে আয় না বাপ!

ইসমাইল ।। না না তুমি তো রোজই ওকে চান করাতে নিয়ে যাও তাই বলছি।

ময়রা ।। আমার দরদ থেকে তো দেখি তোর দরদটাই বেশি, রোজতো আঁচলে পয়সা গুঁজে দেওয়া চাই!

ইসমাইল ।। কি করব বল! সবাই পয়সা দেয় আর ও ছুঁড়ে ফেলে....।

চোবে ।। আঁচলকা পোয়সা! উসবতো ভাবীজীকা নসিব ইসমাইল ভাই। আরে একদিন তো ভাবীজী আঁচলমে একশো রুপিয়া পাইয়ে গেলো।

ময়রা ।। তাতে তোমার চোখটা টাটিয়ে গেল, তাই না চোবে? আর পেত্যেকটা দিন যে ওকে খেতে দিতে হয়, তার তোমার খেয়াল থাকেনা? সেবার যে ঐ বদমাইশটা ঝড়বাদলার মধ্যে এসে ক্ষেপীর ঘরে ঢুকল, তখনতো এই মেয়েমানুষটাই ঝাঁটা পেটা করে তাড়াল! তখনতো ভয়ে কাপড় নোংরা করে ছেড়ে ছিলা! মনে নাই! পয়সা দেখাচ্ছে আমাকে পয়সা!

চোবে ।। এই দেখো অমনি অমনি গুসসা হোয়ে গেলো। মানে হামি বোলছিলাম কি....

ময়রা ।। আর একটা কতা না, যাও তোমার নিজের ধাবায় গিয়ে বসো, আমার সঙ্গে লাগতে আসবানা বলে দিলাম।

সুরির কাছে যায়।

এই ক্ষেপী উঠ, চান করবি চল, কি হল উঠ .....

সুরি উঠতে গিয়ে বসে পড়ে। তারপরই বমি করতে থাকে।

কি হল অ্যাঁ? এই ক্ষেপী বমি করছিস কেন? কি হয়েছে তোর! ক্ষেপী! এই ক্ষেপী......

সুরি ।। বাবা! বা বা বা বাআবাআ........
ময়রা ।। ও হরি! এযে বাঁধিয়ে বসে আছে গো......
ইসমাইল ।। হায় আল্লা.......
ময়রা ।। কে করল অমন! বল কে করল?
সুরি ।। বাবা!
নয়রা ।। তখন কি গলায় বাঁশ ঢুকেছিল? তখন চেঁচাসনি? হারামজাদী মাগী! এখন গলার জোর বেড়েছে না! লজ্জা করেনা বড় গলা করে চেঁচাতে! তখন কোথায় ছিল এই গলা! শ্রীহরি পোকার কামড় খেয়ে বোবা হয়েছিলি তখন? হারামজাদী! বল কে করেছে?
সুরি ।। বাবা!

ময়রাবৌ একটা লাঠি নিয়ে সুরিকে পেটায়। সুরি বাবা বলে চীৎকার করে।
লক্ষন, মদন, ইসমাইল, জগা, চৌবে সহ অনেকেই ছুটে আসে।

ময়রা ।। বল কে করেছে বল......

ময়রা বৌ মারতে মারতে একসময় সুরিকে দুরে ঠেলে ফেলে।
সুরি চীৎকার করে বলে বাবা!

লক্ষন ।। মাসী মাসী ওকে আর এখানে রাখা ঠিক হবেনা। এখান থেকে ভাগাও-
মদন ।। হ্যাঁ হ্যাঁ এঘাটের মান ইজ্জত সব নষ্ট হয়ে যাবে-
জগা ।। সব থেকে ভাল ওকে ইসমাইল ভাইয়ের বাসে তুলে দাও-
ময়রা ।। বাসে তুলে দাও! জগা তুই আমার সামনে থেকে চলে যা, তা না হলে আমার মাথায় খুন চেপে যাবে বলে দিলাম।
চোবে ।। ওকে আর ইখানে রাখা যাবেনা! ভাগাও! মান ইজ্জত সোব নোষ্টো হোয়ে যাবে! বলি কে? কে ওমন করেছে? শোরোম কোরেনা শোরোম কোরেনা তোদের? এখোন সোব সাধু সেজে যাছিস হাঁ? দেখি কার ঘাড়ে কোটা মাথা আছে ক্ষেপীকে ইখান থেকে ভাগায়! আরে এ লোছমন আ না আ ভাগা! ভাগা না! আরে এ মোদন আনা আ ক্ষেপীকে ভাগা আ! আরে এ জোগা আ না আ ভাগা! ভাগা না ভাগা!

চোবে কাঁদে।

আরে এ পাপ তোদের! তোদের! ই পাপ ই রানির ঘাটের!
ময়রা ।। এই ঘাটের সব্বনাশ হবে চোবে। তুমি রামায়ন পড়ে আটকাতে পারবানা। দেখে নিও এঘাটে ঘুঘু চড়বে।

কাক ডাকে।

খা খা ঘাটের এই মড়াগুলোকে খা।যে অমন করেছে তাকে খা। এ ঘাটে অনেক মড়া তাদের খা। বংশ নিব্বংশ হবে। মুখে কুড়িকুষ্ঠি হবে। মা গঙ্গা চোখের সামনে এই পাপ সইবে ভেবেছিস! দেখ না কি পেলয়কান্ড হয়! রানির ঘাট ভেসে যাবে। ধুয়ে মুছে যাবে।
সুরি ।। বাবা বা বা বা বা......।

ময়রা বৌ সুরির কাছে যায়। ওর মুখটা পরম মমতার সঙ্গে তুলে ধরে ।
বুকে লাগায়।
ময়রা বৌ কাঁদে।
সুরি কাঁদে।

সুরি ।। বাবা ! বা বা বা বাবা!

আলো নেভে।

চার

সন্ধ্যে। জগা চায়ের দোকানে। কয়েকজন বসে চা খাচ্ছে। ইসমাইল আসে।

ইসমাইল ।। দে একটা চা দে জগা। কিরে আজ মাসী নাই?
জগা ।। না ইসমাইল ভাই। মা ওপারের বাজারে গেছে। বিস্কুট দিব?
ইসমাইল ।। না।
জগা ।। বেতন পেলা? অনেক বাকি পড়ে গেছে।
ইসমাইল ।। কত?
জগা ।। সে মা বলবে-
ইসমাইল ।। কদিন পর দিয়ে দিব। তবে তোকে না, মাসীকে।আর তোকে দিলে তো......

লক্ষন আসে।

লক্ষন ।। কি জগাদা? তুমি কি যাবা?....... আরে ইসমাইল ভাই! তুমি কতক্ষন?
ইসমাইল ।। এইতো এলাম -
লক্ষন ।। চল একটু মস্তি করা যাক। বিলাতি এনেছি। একদম থ্রী এক্স -
ইসমাইল ।। নারে, এখন বাড়ি যাব। এসব এখন একদম না -
লক্ষন ।। কেন? ভাবীর ভয়?
ইসমাইল ।। না না, সে ব্যাপার না, বাড়ি যাব, বাবা আছে, মা আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে -
লক্ষন ।। আরে সাড়ে তিনশো দিয়ে পান খেয়ে নিলে কেউ বুঝতে পারবে না, নাও নাও চল -
ইসমাইল ।। নারে লক্ষন, আজ হবেনা, অন্যদিন।
লক্ষন ।। আরে চল চল -
ইসমাইল ।। বললাম তো আজ হবেনা।
লক্ষন ।। কি জগাদা! তোমারও তো ঘরে বৌ, যাবা? নাকি আমরা মেরে দিব? রাজা আর মদনার হয়তঃ একচোট হয়ে গেল -
জগা ।। এই যে দোকানটা একটু দেখ। আমি আসছি। মা এলে বলবা তাগাদায় গেছি-

লক্ষী আসে।

লক্ষী ।। মিছে কথা আমি বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করলে বলব লক্ষনের সঙ্গে মদ গিলতে গেছে।
জগা ।। মেরে মুখ ভেঙে দিব। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতুন থাকবি। নে চল লক্ষনা -
লক্ষন ।। আরে বৌদি, দুদিনের জীবন, একটু ফুর্তি করবে না তো কি! মাসীকে একটু ম্যানেজ করে নিও। এই জগাদা বৌদিকে একটু এনে দিও না-
জগা ।। চল চল বাতেলা মারিসনা-

দুজনে চলে যায়। ইসমাইল ছাড়া অন্যরাও তখন চলে গেছে।

ইসমাইল ।। জগা বুঝি এখন রোজ মদ খায়? মাসী কিছু বলে না? কথা বলছ না যে? মাসী কিছু বলে?

ধ্যাৎ । দাও দাও একটা সিগ্রেট দাও।
লক্ষী ।। ও নাকি মদ খায় আমার জন্য!
ইসমাইল ।। তোমার জন্য! কেন?
লক্ষী ।। সব কিছু জেনে তুমি এমন একটা লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিলে? ..... সব দোষ তোমার।
ইসমাইল ।। না না তখনতো জগা মদ খেতনা। .... আরে এই দোকানে বসে একদিন চা খাচ্ছি, মাসী বললে- ইসমাইল, তুই তো এদিক ওদিক যাস কতো লোকের সঙ্গে তোর ওঠা বসা, আমার জগার জন্য ভাল একটা মেয়ের খোঁজ এনে দেনা। তখুনি তোমার কথা মনে পড়ে গেল। শহরে বাসস্ট্যান্ডের পাশে তোমার বাবার ছোট্ট চায়ের দোকানে তোমাকে কত ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি। বলে ফেললাম তোমার কথা-
লক্ষী ।। তাই বলে এই রকম একটা-
ইসমাইল ।। খুব অত্যাচার করে?
লক্ষী ।। সামান্য একটা কথা বলতে কেমন করল সেতো নিজের চোখেই দেখলে-
লক্ষী ।। মারধোর করে নাকি?
লক্ষী ।। বলে কি হবে! ..... বাবা ভাল আছে?
ইসমাইল ।। হ্যাঁ। আজই তো তোমার বাবার চায়ের দোকানে চা খেলাম । তোমার বাবা তোমার কথা জিজ্ঞেস করল, বললাম ভাল আছে।
লক্ষী ।। ভাল আছি। খুব ভাল আছি ....

ময়রা বৌ আসে।

ময়রা ।। আরে ইসমাইল!
ইসমাইল ।। হ্যাঁ মাসী।
ময়রা ।। এই যে ব্যাগটা ভিতরে নিয়ে যাও। জগা কই?
লক্ষী ।। তাগাদায়-
ময়রা ।। এই রেতের বেলা তাগাদা!
ইসমাইল ।। না মাসী লক্ষী মিছা কথা বলছে। জগা লক্ষনের সাথে -
ময়রা ।। জানি জানি, মদ গিলতে গেছে। মিছে বলবে না তো কি! সত্যি কথা বলার সাহস হবে কি করে? নিজের দোষটা তাহলে চাপা পড়বেনা যে। আচ্ছা সম্বন্ধ তুমি করে ছিলা! সংসারটা আমার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল!
ইসমাইল ।। মাসী, আসলে কিন্তু -
ময়রা ।। শোন ইসমাইল বৌমার বাপকে যেয়ে বলবা এসে যেন মেয়েকে নিয়ে যায়। আমি আবার জগার বে দিব।
ইসমাইল ।। সে কী মাসী! কেন?
ময়রা ।। দু দুটো বছর কেটে গেল, নাতি নাতনীর মুখ দেখাতে পারলনা। আর ছেলেপুলে না হলে মেয়ে মানুষের আবার দাম কি বাবা?
ইসমাইল ।। ডাক্তার দেখাও না গো মাসী-
ময়রা ।। সেকি আর দেকানো হয়নি? বাপে তো নিয়ে গেল, ডাক্তার দেখাল, বলে কিনা মেয়ের কোন দোষ নাই! সব নাকি আমার জগার দোষ। বলিহারি! তুমি বাপু ওর বাপকে যেয়ে বলবা। রোজ সাঁঝ সকালে বাঁঝা মেয়ের মুখ আমাকে যেন আর দেখতে না হয়!

চোবের রামায়ন গান ভেসে আসে।

হরে রাম! হরে রাম! যাই রামায়নটা শুনে আসি। এই যে বড়লোকের বিটি জগা না আসা পর্যন্ত দোকানটা একটু আগলে রেখো-

চোবে তার মাচায় রামায়ন গান শুরু করেছে, ময়রা বৌ সেখানে যায়।

লক্ষী ।। শুনলেতো কেন মদ খায়? আমার নাকি ছেলেপুলে হবেনা। ওর আবার বে দিবে, আসলে ওযে একটা বাঁজা-

সুরির চীৎকার। প্রসব বেদনার কাতর যন্ত্রনায় সুরি চেঁচায়।

লক্ষী ছুটে যায় সুরির ঘরে। তারপর সেখান থেকে ময়রা বৌয়ের কাছে।

মা! মা - মা!

ময়রা ।। কি হল? কি হয়ছে?

লক্ষী ।। ক্ষেপী কেমন করছে। ক্ষেপী কেমন যেন-

ময়রা ।। দেখ দিকি এই অসময়ে গুখেকোর বিটি কী কান্ড করে বসল! আমার হয়েছে যত জ্বালা।

ক্ষেপীর ঘরে ছুটে যায়। পেছনে চোবে, লক্ষী। ইসমাইল ও আসে।

দেখি দেখি, হ্যারিকেনটা আনো, আন্ধারে কি আর কিছু দেখবার জো আছে! কই? আগুন চাই যে এখন! এই যে লক্ষী বৌ, এখানে অমন দাঁড়িয়ে না থেকে লকড়ি নিয়ে এস- নিজের তো বিয়োবার ক্ষেমতা নাই পরের দেখে একটু সুখ নাও বাছা। চোবে, এখানে অমন ধর লক্ষনের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে আগুনটা জ্বালাও। কিছু কাপড় চট যা দিয়ে হোক আড়াল করো।ইসমাইল! আমার লক্ষী বোমাকে বল চায়ের উনানে যেন একটু জল গরম করে দেয়।

সবাই ব্যস্ত হয়।কেউ ক্ষেপীর ঘরটা কাপড় দিয়ে আড়াল করে,
কেউ গরম জল এনে দেয়,তো কেউ লকড়ি আনে। ঝড় ওঠে,
বৃষ্টি শুরু হয়। মদমত্ত লক্ষন আর মদন আসে।

লক্ষন ।। কি ব্যপার ঘাটোয়ারজী! ক্ষেপীর চালায় কি এমন মচ্ছব শুনি!

চোবে ।। ক্ষেপী আজ মা হোবে লছমন!

লক্ষন ।। আরে শালা! দেখি দেখি!

ময়রা ।। কি দেখার আছে শুনি! তোর মা বোন বিয়োইনি? দেখিসনি? সর সর সরে যা এখান থেকে-

সবাই সরে দুরে যায়।

সুরি ।। বাবা বাবা বা বাবা বা-

ময়রা ।। আর একটু কষ্ট কর মা! এই তো- একটু, হ্যাঁ-

সুরি ।। বাবা-

সদ্যজাত বাচ্চার কান্না।

ময়রা ।। ছেলে হল গো চোবে- ছেলে।

চোবে ।। এই লছমন, আরে এই মোদনা, আরে এ শম্ভুয়া- আরে এ জোগা ক্ষেপীমায়ের লড়কা হোলরে -

আনন্দে উৎসবে ঘাট প্রঙ্গণ মুখরিত হয়।

ময়রা বৌ বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আতুড়ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে।

ময়রা ।। এ রাঙা টুকটুকে কোনখান থেকে এলোরে! এই ভাঙা ঘরে চাঁদের হাট কোন মুখপোড়া বসালোরে! একে আমি কোথায় রাখবোরে! আহা যেমন চৌখ তেমন নাক! যেমন মুখের গড়ন তেমন রং! ওরে ছোঁড়া! এ মুখ তুই কোথায় পেলিরে! এই যে লক্ষী বৌ নাও নাও কোলে নাও! নিজের তো আর বিয়োবার মুরোদ নাই কোলে নিয়ে একটু শখ মেটাও!

লক্ষী চলে যেতে উদ্যত হয়। জগা গিয়ে ধরে।

জগা ।। শালী ঢেমনি! ই শালী একটা বাচ্চা দিতে পারেনা! ঐ ক্ষেপীটা যা পারে আমার ঘরের এই শালী তা পারেনা! পারেনা!

বৌকে মারতে থাকে ।

আলো নেভে।

পাঁচ

ভোরবেলা। ময়রাবৌ উনান ধরায়।
চোবে স্নান সেরে সূর্য্য প্রণাম করে।
তারপর মন্ত্রোচ্চারনের সঙ্গে সঙ্গে মাচায়, ক্যাশবাক্সে জল ছেটায়।
তারপরে হাঁক ছাড়ে-

চোবে ।। জোগাকে মাঈ-

ময়রা ।। জগা এখনও উঠেনি। তুমি এখানে এসে চা খেয়ে যাও চোবে। সারাটা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। সুরির বাচ্চাটা বড় জ্বালিয়েছে।

চোবে দোকানে আসে।

চোবে ।। দাও-, জোগা আরে এ জোগা! উঠ বাপ উঠ। তোর মা আকেলা আর কত্ত কোরবে! বহু এ বহু-

লক্ষী ।। *(ভেতর থেকে)* ঘর দুয়ারে গোবর জল দিচ্ছি চাচা-

চোবে ।। আচ্ছা বেটি আচ্ছা! জোগাকো জগা দে বেটি। তোবে বহু তুমহার বহুত আচ্ছা আছে।

ময়রা ।। কি যে তুমি বল চোবে! একটা বাচ্চা দিতে পারেনা তার আবার ভালোমন্দ! নাও নাও চা নাও-

চোবে ।। আরে বাচ্চা হোছেনা বোলে বহু তুমার খরাব বোনে গেলো ! হাঁ?

ময়রা ।। ক্ষেপীর ছেলেটাকে দেখেছ চোবে? রাজপুত্তুর গো রাজপুত্তুর! কালো হলে কি হবে! যেমন চোখ, তেমন নাক! দেখবে চোবে? ক্ষেপীর বাচ্চাটাকে দেখবে?

চোবে ।। হাঁ, লেকিন এখোন তো নিঁদে আছে। আচ্ছা ক্ষেপী বাচ্চাটাকে দুধ দেয় তো?

ময়রা ।। হ্যাঁ হ্যাঁ ! কি সোহাগ, কি সোহাগ! ক্ষেপী হলে কি হবে! হাজার হোক মা তো! *(বাচ্চার কান্না)* দেখেছ! দেখেছ একটু থির হয়ে কথা বলার জো নাই। আমার হয়েছে যত জ্বালা! ক্ষেপী, এই ক্ষেপী- *(ক্ষেপীর ঘরে যেতে যেতে)* তোর ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে সারা হল! আরে এই ক্ষেপী! যেদিকটা না দেখব সেদিকটাতেই যত্ত ঝামেলা! ক্ষেপী, আরে এই ক্ষেপী! কাঁদেনা, কাঁদেনা সোনা! এইতো আমি এসে গেছি! কাঁদেনা- (বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে) আমার রাজপুত্তুর, আমার সোনার চাঁদ, আমার হিরামানিক! দেখ চোবে দেখ! আমার রাজপুত্তুরটাকে একবার দুচোখ ভরে দেখ!

চোবে ।। বাঃ বহোত সোন্দর তো! বহোত বড়িয়্যা! হাঁ-। দেখি দেখি। ব্বাস! কার মোতো হোয়েছে বোলোতো? আঁ হামাদের জোগার মোতো?

লক্ষী নিঃশব্দ হেসে ভেতরে যায়।

না না জোগার মোতো না। আচ্ছা কোন মাহিনাতে ই পেটে আসিয়েছে হিসাব কোরে বোলোতো ভাবী?

ময়রা ।। এই মাস হোলগে কার্তিক, এই ধর আষাঢ় শ্রাবন।

চোবে ।। উস টাইমতো ইব্রাহিম ডকাইত হররোজ রাত কোরে আসতো! দেখি দেখি! নাঃ চেহেরার সাথে মিল খাচ্ছেনা-
ময়রা ।। ইসমাইল?
চোবে ।। ঠিক বাত ইসমাইল-

লক্ষী আসে।

ময়রা ।। না চোবে আরে ঐ সময়তো ইসমাইল অ্যাকসিডেন করে গোটা বর্ষাটা হাসপাতালে কাটিয়েছে।
চোবে ।। তোবে?
ময়রা ।। জগা ! আমাদের জগাই গো চোবে!

লক্ষী আবার চলে যায়।

চোবে ।। লছমন?
ময়রা ।। হতে পারে-
চোবে ।। মদনা?
ময়রা ।। হতে পারে-
চোবে ।। অশ্বিনী দারোগা?
ময়রা ।। তাও হতে পারে-
চোবে ।। আরে ভাবী এ লড়কা জিসকাভি হো ইতো হামার ঘাটকা লড়কা! ই রানীঘাটকা লড়কা! হামলোগোকা!
ময়রা ।। ঠিক! ঠিক বলেছ চোবে, এই ছেলে আমাদের ছেলে! এই ঘাটের ছেলে! হে লে লে কি হল! কাঁদে কেন সোনা! আমার সোনারে আমার চাঁদিরে!

চোবে হাসতে হাসতে নিজের মাচায় যায়।

আমার সোনা তেল মাখবে, দেখেছ দেখেছ মুতে ভাসিয়ে দিলে- আহা-হা কাঁদেনা সোনা- কাঁদেনা-

ইসমাইল আসে।

ইসমাইল ।। কিগো মাসী খুব আদর হচ্ছে দেখছি।
ময়রা ।। আমার রাজপুত্তুর! জগা এই জগা ইসমাইলকে চা দে একটা-

জগা এসে চা তৈরি করে।

ইসমাইল ।। দেখি দেখি- বাঃ! ইস জামা নাই পরনে, ঠান্ডা লেগে যাবে যে!
ময়রা ।। তোরা সব কেমন রে? এই ঘাটের এই একটা ছেলে ,তোরা সব এমন মরদ থাকতে আমার সোনার গায়ে একটা জামা জোটেনা! জামা কেউ দেয়না?

লক্ষন আসে।

লক্ষন ।। তোমার এখন অনেক কাজ বেড়ে গেছে, কি বল মাসী? একটা চা দে জগা-
ময়রা ।। হে লে লে! কাজ আমার বেড়ে গেছে! উঁ? ঐতো ইসমাইল আছে, চোবে আছে, আমি আছি, লক্ষনা আছে, কিসের অভাব আমার সোনামনির! ইসমাইল! তুই বাপ আজই শহর থেকে আমার সোনামনির জন্য একটা জামা কিনে আনবি। আর লক্ষনা?
লক্ষন ।। বল মাসী বল, কি দিব বল?
ময়রা ।। হাত পা টা খালি খালি, চারটে বালা। মদনাকে বলিস ক্ষেপীর জন্য একটা শাড়ি দিতে। ক্ষেপীর শাড়ি নাই। আমি দিব সায়া ব্লাউজ। চোবে দিবে আর এক সেট জামাপ্যান্ট। আমার সোনামনির তো একটা জামাপ্যান্টে হবে না, মুতু করে- আহা- হা কাঁদেনা-
ইসমাইল ।। নাম কি রেখেছগো মাসী/
ময়রা ।। নাম আবার কখন রাখলাম? তোরা সবাই মিলে একটা নাম ঠিক করে দেনা-

লক্ষন ।। পদ্মলোচন! কানা ছেলে পদ্মলোচন! গোবরে পদ্মফুল!
ইসমাইল ।। না না ওসব নাম ঠিক হবেনা-
ময়রা ।। গোপাল?
ইসমাইল ।। ওতো পুরানা নাম গো মাসী। একটা নতুন নাম! যার একটা ভালো মানে থাকবে!

চোবে এবং মদন আসে।

চোবে ।। কি হল? এখন আবার কিসের মিটিন?
লক্ষন ।। আয় আয় মদনা বোস।
ময়রা ।। একটা নাম বল চোবে। এই ছেলেরতো একটা নাম চাই!
চোবে ।। ইসমাইল কি বোলে?
ময়রা ।। কিছু বলেনি-
জগা ।। যুধিষ্ঠির!
লক্ষন ।। ধ্যাৎ-
চোবে ।। রামপেয়ারী!
ময়রা ।। বিহার থেকে এসে এতোদিন এখেনে আছ, কিন্তু বিহারকে তুমি ছাড়তে পারলেনা। ঐসব নাম এই বাংলায় চলেনা-

সবাই হাসে।

ইসমাইল ।। কর্ণ! তোমাদের মহাভারতের কর্ণ গো-
লক্ষন ।। রামকৃষ্ণ!
মদন ।। হরিশচন্দ্র!
চোবে ।। ফালতু সোব নাম-
লক্ষন ।। কারেক্ট ফালতু!
ইসমাইল ।। ফালতু! ফালতু কেন?
লক্ষন ।। ফালতু না! বল চোবে এই ক্ষেপীটার এমন একটা সুন্দর ছেলের কি দরকার ছিল?
ময়রা ।। না না চোবে, ফালতু আবার একটা নাম হোল নাকি!
চোবে ।। আরে হামি ফালতু নামটা বোলেনি-
লক্ষন ।। না না তুমি তো আর ফালতু, ফালতু ফালতু বলনি, ঠিকই বলেছ। ফালতু যখন ফালতু বলনি তখন ফালতুই থাকনা, কি বল গো মাসী?

হাসির রোল পড়ে যায়।

সবাই ।। ফালতু! ফালতু!
ময়রা ।। ফালতু! কিরে অ্যাঁ? তুই ফালতু? উঁ? তুই ফালতু হয়ে গেলি? আমার ঘরে আসতে পারলিনা? তবে তো বাপু তুই ফালতু হতিসনা!

লক্ষী আসে।

দেখেছিস আমার পোড়া কপাল! কেমন বৌ জুটেছে আমার! এমন লক্ষী বৌয়ের বদলে সুরির মতো বৌ এলেও তো তোর মতো একটা নাড়ুগোপাল আমি পেতাম! আমাদের ঘরে এলিনা! এলি একটা ফালতু ঘরে ফালতু হয়ে!

সুরি দ্রুত এসে ছোঁ মেরে বাচ্চাটাকে নিয়ে দুরে গিয়ে বসে। আদর করে। দুধ দেয়।

সুরি ।। বাবা বাবা, বা বা!

ময়রা ।। এই এই ক্ষেপী জোরে চাপিসনা। ছেলের কিছু হলে আমি তোকে আস্ত রাখবোনা বলে দিলাম। হায়রে আমার লক্ষী বৌরে! নিজের তো আর হবেনা, তা দেখেই সাধ মেটাও!

নিজের ঘরে যায়।

পাপ! পাপ! এই রানীর ঘাট ভেসে যাবে পাপে-

ময়রা বৌ ঘর থেকে বাইরে আসে, হাতে তেল সিঁদুর।

ময়রা ।। তোমার বাপকে যে এতোবার খবর পাঠালাম, তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেনা কেন? আমার কপাল মন্দ যে সাঁঝ-সকালে এমন অলুক্ষনে বৌয়ের মুখ দেখতে হয়।

ক্ষেপীর মাথায় তেল ঢালে। সিঁদুর দেয়।

আহা - হা! শাঁখা নোয়াখান হলে কি মানান মানাতো পোড়ার মুখীকে!

জগা ।। এই বাঁঝীন! শাঁখা নোয়া খোল। এঃ শাঁখা নোয়া সিঁদুর পড়ে শালী আমার বৌ সেজেছে! কি হল কথা কানে যাচ্ছেনা?

লক্ষী ।। না! কেন ? খুলব কেন?

জগা ।। আবার বলে খুলব কেন? আমার সতী লক্ষী মাগীরে! খুল শালী, শাঁখা নোয়া খুল!

লক্ষী ।। না খুলব না.!

জগা ।। এই শালী বাঁঝীন!

লক্ষী ।। খবরদার! মুখ খারাপ করবানা। ভাল হবেনা-

জগা ।। এই তুই আমার ভাল দেখার কে রে! খোল শালী খোল-

লক্ষী ।। না-

জগা ।। খোল!

জগা জোর করে মেরে-ধরে শাঁখা নোয়া খুলে নিয়ে ময়রা বৌকে দেয়। লক্ষী কাঁদতে থাকে।

জগা ।। নে মা ক্ষেপীকে পরিয়ে দে!

ময়রাবৌ সুরিকে শাঁখা নোয়া পরায়। আলো নেভে।

ছয়

রাত্রিবেলা। লক্ষী দোকানে একা। দোকানের জিনিস পত্র গোটাচ্ছে ।ইসমাইল আসে।

ইসমাইল ।। জগা, মাসী কেউ নাই?

লক্ষী ।। না। তা তুমি এত রাতে এদিকে?

ইসমাইল ।। গাড়িটা কদিন ধরে খারাপ, তাই মিস্ত্রীর সঙ্গে এতক্ষন কাজ করছিলাম। কোথায় গেছে সব?

লক্ষী ।। শাশুড়ি গেছে কীর্ত্তনপালা শুনতে, আর ও লক্ষনের সাথে ভাটিখানা।

ইসমাইল ।। এত রাতে তুমি একা?

লক্ষী ।। হ্যাঁ।

ইসমাইল ।। দোকান বন্ধ করবানা?

লক্ষী ।। এবার করব। তুমি বাড়ি যাবানা?

ইসমাইল ।। যাব।

লক্ষী ।। চা খাবানা?
ইসমাইল ।। না না। লক্ষী-
লক্ষী ।। কিছু বলবা?
ইসমাইল ।। ওরকম করে জগা তোমার হাত থেকে শাঁখা নোয়া খুলে নেবে আমি ভাবতেও পারিনি। বাধা দিতেও পারিনি। আমি যদি সেদিন মাসীকে তোমার খোঁজ না দিতাম তাহলে........ আমার খুব খারাপ লাগছে যে আমারই জন্য......
লক্ষী ।। তোমার আর কি দোষ!সবই ভাগ্য!
ইসমাইল ।। আমি .... আমি তোমার জন্য শাঁখা নোয়া কিনে এনেছি। পরবা?
লক্ষী ।। কেন তুমি আবার আনতে গেলে বলতো!
ইসমাইল ।। খালি হাত তোমার ভাল লাগেনা। নাও পরে নাও -
লক্ষী ।। এনেছ যখন পরিয়ে দাওনা!
ইসমাইল ।। আমি?
লক্ষী ।। হ্যাঁ তুমি!

লক্ষী ইসমাইলের কাছে এসে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ইসমাইল হাত দুটো ধরে।
আলো নেভে।

সাত

সকালবেলা। দোকানে লক্ষন, মদন, পানু, দীপক, টুল ও বেঞ্চে বসে। জগা সবাইকে চা দেয়।

নেপথ্যে ময়রাবৌ ।। না বৌমা না, তোমার শরীর খারাপ। ছেড়ে দাও। আমি সব করে নেব। তুমি বসে থাকতো বাছা। বসে থাক। নাও কপালে ঠেকিয়ে মুখে দাও।
লক্ষন ।। কিগো জগাদা, আজ একি শুনি মন্থরার মুখে! মাসির আজ অন্যরকম সুর!

ময়রা বৌ দোকানে আসে।

ময়রা ।। নে জগা মিষ্টিটা মুখে দে!
জগা ।। মিষ্টি! সক্কালবেলায় আবার কিসের মিষ্টি?
ময়রা ।। তুই বাপ হচ্ছিস, বাপ!
জগা ।। বাপ! আমি ...... আমি বাপ হচ্ছি! সত্যি? সত্যি বলছিস মা আমি বাপ হচ্ছি?
ময়রা ।। হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। নে হা কর-

মিষ্টি মুখে নিয়ে মায়ের হাত দুটো ধরে পাক খায়।

ময়রা ।। ছাড়! ছাড় পড়ে যাব। পাগল ছেলে-
জগা ।। লক্ষী কই! আমার লক্ষী বৌ-

মাকে ছেড়ে ভেতরে যায়।

ময়রা ।। নে হা কর-
মদন ।। জগাদা বাপ!
লক্ষন ।। মিষ্টিতে শুধু চলবেনা মাসী। ফলার চাই ফলার!
ময়রা ।। দেবরে দেব। আগে আসুকতো ঘরে। নে হা কর।
লক্ষন ।। চোবেজী! এই শম্ভুয়া! আরে আমাদের জগাদা বাপ হবেগো! ফলারগো ফলার! পাকা ফলার!

মদন, লক্ষন, ময়রাবৌ সবাই চোবের কাছে যায়। চোবের মুখে মিষ্টি দেয় ময়রাবৌ।
জগা লক্ষীকে তুলে নিয়ে বাইরে আসে, লক্ষীর দুহাত ধরে ঘুরপাক খায়।

জগা ।। লক্ষী! আমার লক্ষী!

লক্ষী ।। আঃ ছাড়োনা!

ইসমাইল আসে।

ইসমাইল ।। আরে এতো খুশী কিসের? কিরে জগা লটারী পেলি নাকি!

জগা লক্ষীকে ছেড়ে দিলে লক্ষী আড়চোখে ইসমাইলের দিকে তাকায় লজ্জায় ভেতরে চলে যায়।

জগা ।। লটারীইতো! বস বস ইসমাইলভাই। আজ আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছ্যা করছেগো-

ইসমাইল ।। আনন্দটআইতো আমি বুঝতে পারলামনা-

জগা ।। আমি বাপ হচ্ছিগো ইসমাইলভাই! বাপ! লক্ষী! এই লক্ষী-

ভেতরে যায়। লক্ষী আসে।
ইসমাইলের মুখে মিষ্টি দেয়।
আলো নেভে।

আট

বিকেলবেলা। চায়ের দোকানের সামনে মদন লক্ষন জগা এবং আরো কয়েকজন।
সঙ্গে ফালতু। ফালতুর বয়স এখন চার।

চোবে ।। এ জোগা, আরে এ ফালতু বিস্কুট দিয়ে যা-

মদন ফালতুর কাছে আসে, কোলে নেয়।

মদন ।। এই ফালতু বলতো আমি কে?

ফালতু ।। বাবা-

সবাই হাসে।

লক্ষন ।। আমি? বল আমি কে?

জগা ।। খবরদার বাবা বলবিনা। বল কা কা-

ফালতু ।। না। বা বা-

সবাই হাসে।

লক্ষন ।। আর ঐ যে চা লাগাচ্ছে আমাদের জন্য, ঐ মানুষটা কে? বল কে?

মদন ।। বল বল ওটা কে?

ফালতু ।। ওটা .... ওটা ....

মদন ।। বল কে?

ফালতু ।। বাবা বা বা-

হাততালি দেয়। সবাই হাসে। লক্ষী আসে। জগা ফালতুকে কোলে তুলে নেয়। আদর করে।

জগা ।। নে বাপ বিস্কুট খা। তা বাপ ওটি কে?

ফালতু ।। কে?

জগা ।। বল কে?

ফালতু ।। বাবা বা বা-

সবাই হাসে।

লক্ষন ।। তুই তো বাপ তোর মায়ের মতনি হয়ে গেলি। বাবা ছাড়া কিছু জানিসনা-

জগা ।। বলতো ঐ যে ঐ ঘরে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ওটা কে?

ফালতু ।। মা! মা!

সাইকেলে চেপে দারোগা আসে।

অশ্বিনী ।। কি হচ্ছে সব? কি হচ্ছে?

লক্ষন ।। আসেন দারোগাবাবু, আসেন, চা খেয়ে যান-

অশ্বিনী ।। নারে, আজ একটু ওপারে যাব। কি হল চোবে-

চোবে ।। আইয়ে, আইয়ে দারগাসাহেব, বৈঠিয়ে-

অশ্বিনী ।। তোমার এখানে সাইকেলটা রাখব। তা ঘাটে নৌকা নেই দেখছি-

চোবে ।। ওপারে গেছে, চোলে আসবে এখোনি। আপনি বোসেন, বৈঠিয়ে বাবুসাব-। বোহতদিন বাদ আসলেন।

অশ্বিনী ।। হ্যাঁ। মধ্যে অনেকদুরে ট্রান্সফার করেছিল। একমাস হল আবার এসেছি। তোমরা সবাই ভালো আছতো?

চোবে ।। হাঁ সাহেব সোব ভালো আছে।

অশ্বিনী ।। কিন্তু এঘাটতো আর থাকবেনা চোবে-

চোবে ।। মানে?

অশ্বিনী ।। ব্রীজ হবে, ব্রীজ!

চোবে ।। শুনেছি। হোলে হোবে। কি আর কোরবে!

অশ্বিনী ।। ব্রীজ হলে কি করবে? নিজের মুলুকে চলে যাবে? নাকি এখানে ঘর বেঁধে -

চোবে ।। না সাহেব এখান থেকে হামি আর যাবেনা। জোগার ঘরের এক পাশে একটা ফাঁকা জমিন খরিদ করে লিয়েছি। ওখানেই একটা ঘর বানিয়ে লিবে-

অশ্বিনী ।। তোমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করেনা চোবে?

চোবে ।। ই রানীরঘাটইতো এখোন হামার ঘোর হয়ে গেছে দারোগাসাহেব। বিশ বোরস হোল হামি এখানে এসেছি, হামার জনানাভি গেলো বোরস চোলে গেলো! লড়কাসব মানুষ বোনে গেছে। উখানে যেয়ে হামি আর কি কোরবে!

অশ্বিনী ।। কিন্তু রানীরঘাটটাতো আর থাকবেনা! খেয়া পারাপার বন্ধ হবে। এখন সব গাড়ি ঘোড়া এখানে এসে থেমে যায় এই নদীটার জন্য। ব্রীজ হয়ে গেলে ব্রীজের ওপর দিয়ে সোজা ওপারে-

চোবে ।। বিরিজ বনাতে কোতোদিন লাগবে বাবু?

অশ্বিনী ।। সে অবশ্য অনেক দেরী। সরকারী কাজ। হলে পাঁচ বছরেও হতে পারে আবার দশবছরও লাগতে পারে। তাছাড়া এতোবড় ব্রীজ! সময়তো একটু লাগবেই।

চোবে ।। তোবে আর ভাবনা কি! হামার জীবনটাই শেষ হোয়ে যাবে!

অশ্বিনী ।। তা বটে! ভাল কথা, ঐ ইব্রাহিম ডাকাতটা কি এখন আর এদিকে আসে?

চোবে ।। না সাহেব। ঐযে জেহেল ভেজলেন না! আর উয়াকে দেখিনি-

ফালতু এসে পেছন থেকে অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরে।

ফালতু ।। বাবা!

অশ্বিনী ।। কে রে তুই? অ্যাঁ? কে তুই?

ফালতু ।। বাবা-

চোবে ।। সুরি খেপীর লড়কা।
অশ্বিনী ।। মানে ঐ চালায় যে পাগলীটা থাকত? ঐ পাগলীটার ছেলে?
চোবে ।। হাঁ সাহেব। ক্ষেপী এখোনো আছে, লেকিন ঘোর থেকে বাহির হোয়না।
অশ্বিনী ।। বাঃ সুন্দরতো! পাগলীটার ছেলে বলেতো মনেই হচ্ছেনা।বাঃ ! আয় আয় কাছে আয়! তা এর বাপটি কে?
চোবে ।। কৌন জানে! ক্ষেপীর ঘোরে তো কোতো লোক আসতো যেতো। ইয়াদ আছে সাহাব ঐ ডকাইত ইব্রাহিমকে ধোরবার জন্য আপভি এক রাত বিতিয়েছিলেন?
অশ্বিনী ।। হ্যাঁ। সেটা ছিল আমার এই পুলিশজীবনের সেরা কাজ। খবর পেয়েছিলাম ইব্রাহিম ডাকাতি করে ওই ঘরটায় আশ্রয় নেবে, সেইদিন ওকে ধরবার জন্য সারাটা রাত মশার কামড় খেয়ে ঐ নোংরাঘরটায় সারাটা রাত জেগে হয়েছিল আমাকে। ভোররাতে ইব্রাহিম এল। ব্যস আমার কাজ ফতে!
মদন ।। ছেলেটা কিন্তু আপনার মতনই সুন্দর দারোগাবাবু-
অশ্বিনী ।। আচ্ছা! হাঃ হাঃ-
ফালতু ।। বাবা-
অশ্বিনী ।। বাবা মানে?
ফালতু ।। বাবা! সাইকেল-
অশ্বিনী ।। সাইকেল! ওহোঃ হাঃ হাঃ। আয় আয় সাইকেলে চাপবি? আয় বোস। আয়-

সাইকেলে চাপায়

তা তোর নাম কি?
ফালতু ।। ফালতু-
অশ্বিনী ।। ফালতু! হাঃ হাঃ- তা হ্যাঁরে তুই যাবি আমার সঙ্গে? আমার বাড়ি? কি? কিরে যাবি?

ফালতুকে সাইকেলে চাপিয়ে বৃত্তাকারে ঘোরে। সবাই তার পাশে পাশে ঘোরে, হাততালি দেয়।
আলো নেভে।

বিরতি।

নয়

ঘাটপাড়ের ছবি এখন আনেকটাই বদলে গেছে। চায়ের দোকানে সাইনবোর্ড লেগেছে। অন্নপূর্ণা টী স্টল। নতুন সিনেমার পোস্টার চায়ের দোকানের শোভা বর্দ্ধন করছে। টেপ রেকর্ডারে হিন্দী ছবির গান। টুকটুকি এখন চা বানাচ্ছে। একপাশে বসে ফালতু সিগারেট ধরায়। টুকটুকি ফালতুকে চা দিতে গেলে ফালতু টুকির হাত ধরে তাকে কাছে টেনে আদর করতে যায় এমন সময়ে সেন্সাসকর্মীকে আসতে দেখে ফালতু ছেড়ে দেয়, টুকি চায়ের দোকানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সেন্সাস ।। আমাকে একটা চা .... *(মাচায় বসে)* এক গ্লাস জল........
টুকি ।। দিই । সবার নাম লেখা হয়ে গেল? *(জল দেয়)*

সেন্সাস ।। হ্যাঁ ঘাটের যারা ছিল সবার হল। এবারে ওদিকটায় যাব ।*(জল খায়)*
টুকি ।। ও ফালতুদা তোমার নামটা লিখিয়ে দাওনি বাবুকে?
ফালতু ।। কিসের নাম?
টুকি ।। ওর নাম লেখেন। ওযে বাদ পড়ে গেল।
সেন্সাস ।। ও । তা তুমি বুঝি এখানেই থাক? কেউ তো বলেনি তোমার কথা! হুঁ তোমার নামটা বল ভাই......
ফালতু ।। কি হবে?
টুকি ।। ভয় নাই বাবা ভয় নাই। কেউ ধরে নিয়ে যাবেনা। আমারও নাম লেখে নিয়েছে। নেননি গো বাবু? বলেনতো ওকে।
ফালতু ।। লেখেন তাহলে। ফালতুই লেখেন।
সেন্সাস ।। ফালতু? ওটা নিশ্চয় ডাক নাম? আসল নামটা বল.......

টুকি হাসে। ফালতু টুকির দিকে তাকাতেই টুকি চুপ করে যায়।

ফালতু ।। আসল নকল জানিনা স্যার, ফালতুই আমার নাম। লেখতে হয় লেখেন না হয় বাদ দিয়ে দেন।
সেন্সাস ।। বেশ ফালতু *(কাগজে লেখে)* ।হুঁ বয়েস?
ফালতু ।। বিশ পঁচিশ হবে।
সেন্সাস ।। বিশ না পঁচিশ?
ফালতু ।। যা মনে হয় লেখেন।
সেন্সাস ।। মাঝামাঝি লিখছি .... বাইশ। জাতি কি ভাই?
ফালতু ।। হিন্দুই লেখেন।

(টুকি সেন্সাসবাবুকে চা দেয়)

সেন্সাস ।। বাবার নাম?

(সবাই চুপ, সেন্সাসবাবু চায়ে মুখ দেয়, টুকি ফালতুকে দেখে)

বল ভাই? বাবার নাম বল?
ফালতু ।। মায়ের নাম লেখেন সুরিক্ষেপী।
টুকি ।। না না সুরেশ্বরী লেখেন। বাবা বলে ক্ষেপীমায়ের নাম ছিল সুরেশ্বরী। ওই যে ঐখানটায় থাকত। আমি দেখিনি। বাবা দেখেছে। ঘাটের কত লোক দেখেছে।
সেন্সাস ।। বাড়িতে আর কে কে আছে? ঘর ক খানা? জীবজন্তু? বাড়ির গার্জেন থাকলে তার নাম?
টুকি ।। এ যে ট্রেন চালাচ্ছেন গো বাবু!
সেন্সাস ।। ঠিক আছে ঠিক আছে। ও হ্যাঁ ..... বাবার নামটা আগে বল?

ফালতু একলাফে সরে গিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়ায় তারপর বলে

ফালতু ।। বললামতো মায়ের নাম লেখেন। বাবা নাই! আমার বাড়ি নাই, ঘর নাই, গার্জেন নাই! আমার নাম লেখার দরকার নাই! দরকার নাই আমার নাম লেখার!

ছুটে বেড়িয়ে যায়। সেন্সাসবাবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।
টুকটুকি অপলকে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।
আলো নেভে।

দশ

লক্ষী চায়ের দোকানে। চোবেজীর মাচায় অশ্বিনী। চোবে দোকান থেকে চা নিয়ে গিয়ে অশ্বিনীকে দেয়।

চোবে ।। নেন দারোগা সাহেব ....
অশ্বিনী ।। আমিতো আর দারোগাসাহেব নই চোবে। দেখছনা সে পোষাক আর আমার গায়ে নেই!
চোবে ।। তবভি হামি আপনাকে দারোগাসাহেবই বলবে।
অশ্বিনী ।। বল! কি আর করা যাবে!
চোবে ।। এখোন কেমোন আছেন দারোগাসাহেব?
অশ্বিনী ।। কেমন আছি! কি বলব বলতো! আছি, ভালো আছি!
চোবে ।। ছেলে মেয়ে?
অশ্বিনী ।। এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়ে গেছে মানে নিজের ইচ্ছেই বিয়ে করেছে। আর ছেলে ? ছেলে .... থাক সেসব কথা। বুঝলে চোবে এই দারোগা পুলিশদের ছেলেমেয়েরা কেউ সাধারণতঃ মানুষ হয়না। আমিতো তেমন কাউকে দেখলামনা! হ্যাঁ .... তোমাদের সেই রানীরঘাটের ছেলেটা মানে ক্ষেপীর বাচ্চাটা এখন কোথায়?
চোবে ।। ফালতু? *(হাসে)* সেতো আর এখোন বাচ্চা নেই গো দারোগাসাহেব। জোয়ান বোনে গেছে। বাস চালাচ্ছে বাস। ইসমাইল ওকে হাতে কোলোমে কাম শিখিয়েছে। এখোনতো ফালতু বাসের নাম কোরা ডেরাইভার।
অশ্বিনী ।। তাই নাকি! ভাল। কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম একটু খোঁজ নিই।
চোবে ।। সে সময় আপনি কোতো আসতেন! ফালতুতো আপনাকে দেখলে ছোড়তোনা।কোতো আপনার কোলে চেপেছে, সাইকেলে চেপেছে -
অশ্বিনী ।। হ্যাঁ! কেন যে বাচ্চাটার কথা আমার বারবার মনে পড়ে!
চোবে ।। সিরিফ আপনি নোনগো দারোগাসাহেব, সেই যে .... আরে সেই যে ডাকাত হাজি না হাজি ডাকাত ..
অশ্বিনী ।। হাজি ডাকাত!
চোবে ।। ইব্রাহিম ডাকাত তো এখোন হোজ কোরে হাজি বোনে গেছে!
অশ্বিনী ।। ইব্রাহিম এখন হাজি? ভাল। তবে হজ করলেই কি আর সব পাপ দুর হয় চোবে! ইব্রাহিম কি এখনও এদিকে আসে?
চোবে ।। এই কোদিন আগে এসেছিল। ফালতুর সোঙ্গে দেখা কোরবে বোলে হামার মাচায় পাক্কা বারোঘোন্টা কাটিয়ে দিলে। লেকিন দেখাটি আর মিললোনা।শেষে আফশোস কোরতে কোরতে চোলে গেলো।
অশ্বিনী ।। ছেলেটাকেতো তোমরা রানীরঘাটওয়ালারাই মানুষ করেছ! লক্ষ্য রেখ যাতে ছেলেটাকে কেউ ক্রিমিন্যাল তৈরি না করে!
চোবে ।। না না সাহেব ফালতু সে রোকোম লড়কাই নয়।

অশ্বিনী মাচা থেকে উঠে ঘাট পাড়ে ওঠে।

অশ্বিনী ।। ভাল। চোবে! তোমার রানীরঘাট অনেক পাল্টে গেছে। অনেক বাড়িঘর হয়েছে দেখছি। তা তোমার বাড়িঘরের কি হল?

চোবে ।। আর বাড়ি! জোগারবৌ রান্নাবান্না করে খাই! ঘাটতো উঠেই যাবে। দেখছেননা ব্রীজের কাজ শেষ! আজ বাদ কাল ব্রীজ চালু হোবে! তোখোন কি আর এই রানীরঘাট থাকবে বাবু! মোয়রাভাবি ঠিক বোলেছিলো ই রানীরঘাট থাকবেনা! ফোলে গেলো!

অশ্বিনী ।। ময়রাবৌ এখন কেমন আছে?

চোবে ।। সে তো আর নেই দারোগাসাহেব, কোবেই চোলে গেছে! পাগলীটা মোরার কিছিদিন বাদ মোয়রাভাবীভি চোলে গেলো! পাগলী গেলো, মোয়রাভাবী গেলো, ! তারপোরেই তো ইসমাইল ফালতুকে নিয়ে গিয়ে কাম শিখালো, সে কোতোদিনের কোথা! লেকি মোনে হোছে এই তো এই তো সেদিনের কোথা!

লক্ষী বালতিতে কাপড় চোপর নিয়ে নদীতে যায়। বাসের হর্ণ ।

চোবে ।। ঐ যে ফালতু এসে গেলো। হাঁ ওই তো জোগোদোম্বা !

অশ্বিনী ।। জগদম্বা ! কই ? কে জগদম্বা?

চোবে ।। বাস বাস -

অশ্বিনী ।। ওহো ঃ বাস! বাসের নাম জগদম্বা ! তাই বল-

নেপথ্যে ফালতু // কিগো মাসী ! তোমার শরীর কেমন? তোমার ওষুধটা নিয়ে যাও-.......... আরে ফুলোমাসী, দাঁড়াও দাঁড়াও আসছি।

চোবে ।। আরে এ ফালতু! ফালতু! এদিকে আয় বেটা! দারোগাসাহেব কিরপা করকে ওর বাপ লিয়ে কুছু বোলবেননা ! আ বেটা আ !

ফালতু আসে।

দেখতো বেটা চিনতে পারিস কিনা! কৌন বোলতো?

ফালতু ।। না আমিতো ঠিক চিনতে ....

অশ্বিনী ।। চিনতে পারলেনা তো! না চেনাটাই স্বাভাবিক। আমি হচ্ছি ....। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তুমি আমার কতো কোলে চেপেছ, সাইকেলে নিয়ে তোমাকে কতো ঘুরিয়েছি .... একবারতো তুমি আমার সাইকেল থেকে কিছুতেই নামবেনা ......

ফালতু ।। ও আপনি সেই দারোগাবাবু!

অশ্বিনী ।। এই তো চিনেছ! কত বড় হয়ে গেছ তুমি!

ফালতু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

থাক থাক ....(বুকে টেনে নেয়)

তুমি অন্ততঃ মানুষ হয়েছ বুঝতে পারছি। খুব খুশি হলাম তোমায় দেখে। চোবের কাছ থেকে তোমার সব কথাই শুনেছি। ভাল- খুব ভাল! একবার আমার বাড়িতে যেও, খুব খুশি হব। সব সময় ভালো থেকো। আসি .... । চোবে আসি.......

বেড়িয়ে যায়। ফালতু তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে। আলো নেভে।

এগারো

দুপুর বেলার ঘাটপাড়। জগা একা দোকানে।

নেপথ্যে ।। এই ফালতু আজ এখানে খেয়ে নিস বাপ! তোর জন্য আজ মাংস নিয়েছি !
নেপথ্যে ফালতু ।। মাংস ! তাহলে তো খাওয়াটা জমবে গো মাসী !
নেপথ্যে ।। গঙ্গায় ডুব দিয়ে আয় -

ফালতু আসে।

ফালতু ।। জগাকা, নাও তোমার ধুতি নাও-
জগা ।। এনেছিস ! দে বাপ-

টুকি আসে।

টুকি ।। টাকা দিয়েছ?
জগা ।। সে আমি দিয়ে দেব দেখিস -

জগা ঘরে চলে যায়।

টুকি ।। সে তুমি যে কত দেবে তা কি আর আমি জানিনা!
ফালতু ।। খুব দাদাগিরি করছিস যে-
টুকি ।। বাসের ড্রাইভার বলে মুখে গালাগাল ছাড়া কিছু নাই না !
ফালতু ।। গালাগাল ! কখন ? কাকে?
টুকি ।। ঐযে দাদাগিরি বললে-
ফালতু ।। ধ্যাৎ ! ওটা আবার গাল নাকি !
টুকি ।। না ভাল কথা!

লক্ষী আসে ঘাট থেকে স্নান সেরে। কাপড় শুকোতে দেয় ঘাটপাড়ে।

লক্ষী ।। তোদের আবার শুরু হল তো! টুকটুকি তুই দেখছি ছেলেটাকে দেখতেই পারিসনা !
ফালতু ।। হ্যাঁগো মাসী দেখনা, আমাকে দেখতেই পারেনা -
টুকি ।। না পারিনা ! কি আমার ছেলেরে! ছেলেকে বলে দাও বাসন্তিদের বাড়িতে যেন খেতে না যায়!
ফালতু ।। মাসী, মাসী, মাংস হয়েছে বলল মাসী!
টুকি ।। লোভী, মাংস খাবে মাংস! খবরদার তুমি যাবে না বলে দিলাম!
ফালতু ।। মাসী আমি তো রোজ এখানেই খাই, তা একদিন না হয় ভলোবেসে খাওয়াল! কি বল মাসী?
টুকি ।। কি আমার ভালোবাসারে! যাও খাওগে যাও, লোভী, হ্যাংলা, বদমাইশ!
লক্ষী ।। মেরে মুখ ভেঙ্গে দেব! তুই ওর কথায় রাগ করিসনা ফালতু!
ফালতু ।। না না মাসী, পাগলীর কথায় আবার রাগ করব কী!
টুকি ।। আমি পাগলী, না?
ফালতু ।। হ্যাঁ!
টুকি ।। আমি পাগলী?
ফালতু ।। হ্যাঁ পাগলীইতো !
টুকি ।। দেখ আমাদের বংশে কেউ পাগল ছিলনা যে আমি পাগল হব! তোমার মা , পাগল ছিল-

মা পাগল কথাটা শুনেই ফালতুর চোখ মুখ পালটে যায়।
চুপ করে যায় টুকি। বোঝে সে ভুল করে ফেলেছে।
লক্ষী এসে একটা চড় মারে। টুকি ফুঁপিয়ে কাঁদে। তারপর ভেতরে চলে যায়।
তেল মাখতে মাখতে জগা আসে।

জগা ।। তুমি আবার টুকিকে মারতে গেলা কেনে! ভাই-বোনে এসব হয়।
লক্ষী ।। চুপ কর! চান করতে যাচ্ছ, চান করতে যাও। যা বোঝনা তা নিয়ে কথা বলতে এসোনা!

ভেতরে চলে যায়।

জগা ।। ফালতু! বোনের কথায় রাগ করিসনা বাপ! আর তুইই তো ওকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছিস!

স্নান করতে ঘাটে চলে যায়।
ভেতর থেকে টুকির কান্না ভেসে আসে।

ফালতু ।। কেন রাগ করব জগাইকা! টুকিতো মিছে কিছু বলেনি! আর তোমাদের সবার ভালবাসায় আমি .... আমি .... আমার মাকে ভুলেছিলাম! টুকি আজ তা আমায় মনে করিয়ে দিল। টুকি! ভাল করেছ টুকি! বড় আপনজনের কাজ করেছ! আমার মা সুরিক্ষেপী! .... সুরিক্ষেপী আমার মা! মা! মাগো.......

টুকি ছুটে এসে ফালতুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

টুকি ।। ফালতুদা তুমি আমায় মাফ করে দাও! আমার ভুল হয়ে গেছে! আমি আর কক্ষনো বলবনা, কক্ষনো না

জড়িয়ে ধরে কাঁদে। আলো নেভে।

বারো

ঘাট পাড়।
চোবে গান গাইতে গাইতে ঘাটপাড়ে মাটি দিয়ে তার লোটা মাজে,
টুকি দোকান থেকে বেড়িয়ে ঘাটে ওঠে।

চোবে ।। কেমনে এ গঙ্গা হোবে পার, হামি জানেনা সাঁতার ...... ওরে টুকটুকি কোথায় চললি?
টুকি ।। আপনার কনে খুঁজতে ....
চোবে ।। আরে তুইই তো আমার লোতুন কোনে ....
টুকি ।। আমার বর যে ঠিক হয়ে আছে মশাই! আহা-হা আগে তো বলতে হয় ....
চোবে ।। আরে শুন শুন, ইধার আ ....

টুকি কাছে আসে।

টুকি ।। বল! যা বলার আছে ঝটপট বল। আমার শুনবার সময় নাই।
চোবে ।। আরে বৈঠবি তব না বোলবে -
টুকি ।। নাও বৈঠলাম। এবার বল!
চোবে ।। হারী এত্তো কি ফুসুর ফাসুর করে বেড়াস ঐ ফালতুর সোঙ্গে!

টুকি ছিটকে গিয়ে দুরে দাঁড়ায়

টুকি ।। ধ্যাৎ! মারব! হুঁ .... মাগো .... মারবো.......
চোবে ।। সাচ বোলছিরী বেটি, ... আরে বাত তো শুন!

টুকি ।। না শুনবো না যাও!

ঘাটপাড়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়।

চোবে ।। যা যা, হামি সোব জানে। সোবাইকে হামি বোলে দিবে হাঁ -

টুকি শ্লথপায়ে চোবের দিকে এগিয়ে আসে।

চোবে ।। হাঁ অব হুয়ি না বাত! পাগলী! বোল বিভা করবি তো হামাকে বোল! হামি লাগিয়ে দিবে। আরী বেটি হামি তো ই ঘাট ছোড়কে চোলেই যাবে, তোদের বিভাটা হামি দেখে যাই! হামার বহোত সুখ হোবে বেটি! বহোত ধুমধাড়াক্কা লাগিয়ে দিবে হামি ....

টুকি ভেংচি কেটে লজ্জায় পালিয়ে যায়।

চোবে ।। পাগলী বেটি!

ফালতু আসে, সেও টুকি যেদিকে গেছে সেদিকে এগিয়ে যায়। সে চোবেকে দেখেনি।

চোবে ।। আরে ফালতু! আরে তু ইস টাইমমে ইধার! ক্যা বাত হ্যায় বেটা আঁ?
ফালতু ।। .... না বাতটাত কিছুনা ....! এই এমনি এমনি ....
চোবে ।। এমনি এমনি! হাঁ? এমনি এমনি! সোব সোমঝে গেছি বেটা.......
ফালতু ।। হ্যাঁ মানে .... ঐ .... তুমি ভাল আছ তো?
চোবে ।। হামি! হাঁ বেটা বোহত খুশ, বহোত খুশ আছি বেটা!
ফালতু ।। এখন আমি একটু যাই? .... মানে-
চোবে ।। আরে এতো জলদির কি আছে? তোকে ছেড়ে ভাগবেনা। বোলছিলাম কি বেটা, এখোন তুমি জোয়ান হয়েছ, ভালো রোজগারপাতিও কোরছো। এবার বিভাটা কোরে লে। আর কোদিন আছি! ঘাটও উঠে যাবে। তোদের বিভাটা হামি দেখে যাই! আরে শোরোম কোরে কি হোবে হাঁ! ই রানীরঘাট তো জেনে গেছে তোমাদের বহোত মনামনি ভাব!
ফালতু ।। ধ্যাৎ! আমাকে কেন মেয়ে দিবে বল!
চোবে ।। দিবে দিবে! দিয়ে বোর্তে যাবে। আমরা ঘাটশোদ্ধো লোগ গিয়ে জোগাকে ধোরবে!আরে আমরা সবাই মিলে তোর বিভা দিবে। খোরোচ যা লাগবে সোব হামার! খুব ধুমধাম হোবে! বোল বেটা!

ফালতু সম্মতির সঙ্গে মাথা নীচু করে।
আলো নেভে।

তের

ঘাট পাড়ে একটি গাছের আড়ালে বসে ফালতু আর টুকি।

ফালতু ।। আমি ফালতু, না টুকি?
টুকি ।। না, তুমি ফালতু না। শোন এবারে তুমি একটা নাম নাও। ভাল নাম, ফালতু না।
ফালতু ।। তুমিই দাওনা একটা নাম-
টুকি ।। নিবা?
ফালতু ।। হুঁ !

টুকি ।। আগে জানলে ঐ গুনতিবাবুর কাছে .... আচ্ছা আর লোক গুনতে আসবেনা?
ফালতু ।। কি নাম দিচ্ছ, দাও আগে!
টুকি ।। তুমি বলছিলা পুরাণা বাস ছেড়ে নতুন বাস চালাবা, নতুন বাস কবে আসবে তোমার?
ফালতু ।। ব্রীজ চালু হবে তারপরতো !
টুকি ।। তোমার নতুন বাসের প্রথম এক্কেবারে প্রথম প্যাসেঞ্জার আমি! বাসে চেপে ব্রীজের ওপর দিয়ে সোজা ওপারে। ভাড়া দিব না কিন্তু .... কি? চাপাবা?
ফালতু ।। হুঁ.....
টুকি ।। তখন তুমি থাকবা কোথায়?
ফালতু ।। ওপারের শহরে নতুম আপিস হচ্ছে না, সেখানে।আমার থাকার ঘরও হচ্ছে-
টুকি ।। গুনতিবাবুর কাছে তুমি তোমার বাবার নাম বলতে পারলানা । আমার খুব খারাপ লাগছিল জানো! যা হোক একটা বলে দিলেই পারতা। কি ভাবল লোকটা!
ফালতু ।। কি ভাবল? আর কিছু ভাবলে আমার বয়েই গেল!
টুকি ।। যাঃ - বাবা না থাকলে চলে! বাবা না থাকলে -
ফালতু ।। থামলা কেন? বল-
টুকি ।। আমার লজ্জা করছে........ তোমার যা রাগ! বললে রেগে কাঁই হয়ে যাবে।
ফালতু ।। বলই না!
টুকি ।। না থাক।এই ! -এই -ই !
ফালতু ।। কি?
টুকি ।। তোমার বাবার কথা তোমার জানতে ইচ্ছ্যা করেনা? বাবার জন্য তোমার মন খারাপ করেনা?
ফালতু ।। আমার দুঃখ কষ্ট তোমার খুব জানতে ইচ্ছা করে, না টুকি? আমার বাবার কথা আমার জানতে ইচ্ছ্যা করে কি না, আমার মন খারাপ করে কি না, তোমার খুব জানতে ইচ্ছ্যা করে না? .... আর সেজন্যই আমার সব কিছু জেনেও একই কথা বারবার তুমি জিজ্ঞাসা কর! .... টুকি, টুকি .... এ দুনিয়াই এমন কেউ নাই যে আমার বাবাকে চিনিয়ে দিয়ে বলবে ঐ মানুষটা তোর বাপ! .... টুকি, একটা পাগল, একটা ক্ষেপি আমার মা! আমার ক্ষেপীমা বাবা বলত সবাইকে, সব্বাইকে! বাবা! যে লোকটা আমাকে আমার ক্ষেপীমার গর্ভে নিয়ে এসেছিল না জেনে বা জোর করে তাকেও আমার ক্ষেপীমা বাবা বলে ডেকেছিল বা কেঁদেছিল টুকি! বাবা! মা! মাগো! .... এক একবার এই দুনিয়াটাকে এই দুনিয়ার সব্বাইকে আমার বাসগাড়ির চাকায় ফেলে পিষে ফেলতে ইচ্ছ্যা করে টুকি! মনে হয় এই , এই দুনিয়াটাকে ছারখার করে দিই। মা! মাগো !

টুকি ফালতুর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। আলো নেভে।

চৌদ্দ

দুপুর বেলা।
চায়ের দোকানে ইসমাইল আর টুকি।
মাঝির গান ভেসে আসে।
ইসমাইলকে চা দেয় টুকি।

টুকি ।। ফালতুদার বাসগাড়ি কবে আসবে গো চাচা?

ইসমাইল ।। তুই কি করে জানলি? ফালতু বলেছে?
টুকি ।। হ্যাঁ-
ইসমাইল ।। আর কি বলেছে?
টুকি ।। ওপারে শহরে নতুন আপিস হচ্ছে, ওখানে নাকি ফালতুদা থাকবে?
ইসমাইল ।। হ্যাঁ, ইউনিয়ন আপিস। সেখানে একটা ঘরে ফালতু থাকবে।
টুকি ।। তুমি সব সময় আমাকে অমন করে দেখ কেন গো চাচা?
ইসমাইল ।। তুই যে আমার ....। প্রত্যেকটাদিন তুই কতটা করে বড় হচ্ছিস দেখিরে।
টুকি ।। আমি অনেক বড় হয়ে গেছি কি বল?
ইসমাইল ।। হ্যাঁ। তাতো হয়েছিসই। এই .... এইটুকুনি থেকে এত্তোবড়!

লক্ষী আসে। টুকি আয়নায় নিজেকে দেখে।

লক্ষী ।। চাচাকে চা দিয়েছিস?
ইসমাইল ।। সে আর তোমাকে বলতে হবেনা .... হাজার হোক আমার ....

বাসের হর্ণ।

টুকি ।। আমি বাসন্তিদের বাড়ি থেকে আসছি-
লক্ষী ।। এই মাথায় পোকা কামড়াল!
টুকি ।। এই যাব, আর আসব - তুমি বসগো চাচা! আমি না আসা পর্যন্ত যাবানা -

দ্রুত চলে যায়।

লক্ষী ।। ফালতুর বাস এলে আর রক্ষে নাই -
ইসমাইল ।। মেয়ে তোমার বড় হয়েছে। এবার একটা ছেলে টেলে দেখ!
লক্ষী ।। কেন তুমি কি করতে আছ?
ইসমাইল ।। কেন জগা? টুকি জন্মাবার পর তো জগা মদই ছেড়ে দিল। টুকি আর লক্ষী বলতে তো জগা একেবারে অজ্ঞান! .... ফালতুর সঙ্গে টুকির কিন্তু খুব মানাবে -
লক্ষী ।। সে কি ওর বাবা মানবে?
ইসমাইল ।। ওর বাবা? ও জগা!

ফালতু আসে।

ফালতু ।। বাস থেকে নেমেছি কি নামেনি অমনি তলব চাচা ডাকছে! কি বলছ বলতো চাচা!
ইসমাইল ।। আমি? কই না তো!
ফালতু ।। টুকি যে বলল!
ইসমাইল ।। ও টুকি বলেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মানে .... কাল ও বেলা একবার ওপারে যেখানে আপিস হচ্ছে সেখানে যাস তো বাপু!
ফালতু ।। ও তাই বল! আমি ভাবছি কি না কি!
লক্ষী ।। তুই আর যাসনা ফালতু! চাট্টি খেয়ে নিয়ে তারপর যাস!
ফালতু ।। হ্যা গো মাসী, পেটে আগুন জ্বলছে! দাও দাও চাট্টি খেতে দাও!
লক্ষী ।। তুমিও চাট্টি খেয়ে যাও!
ইসমাইল ।। আমি? না না-
ফালতু ।। হ্যাঁ চাচা, তোমার সঙ্গে বসে অনেকদিন খাইনি। চল দুজনে চারটি খেয়ে নিই।
লক্ষী ।। যাও যাও তোমরা ভিতরে যাও। মেয়েটা যে আবার কোনখানে ঢুকেছে কে জানে! খরিদ্দার আসবে .... টুকি, এই টুকি .... কোথায় গেলি? টুকি -

আলো নেভে।

পনের

ঘাটে সভা বসেছে।
ইসমাইল থেকে শুরু করে চোবে, লক্ষন, মদন, অশ্বিনী দারোগা, ঘাটের মাঝিরা সবাই আছে।
চোবে এবং ইসমাইল চোবের মাচায়, অশ্বিনী একটি চেয়ারে
বাকিরা কেউ ঘাট পাড়ে কেউ ঘাটের নীচে।
জগা আসে।

চোবে ।। ঐতো জোগা এসে গেল। এবার মিটিন শুরু -
লক্ষন ।। আসো আসো জগন্নাথদা, তোমার জন্যই বসে আছি।

জগা এসেই সকলের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে নমস্কার করে।
তারপর নীচে বসতে যায়। লক্ষন তাকে তোলে।

লক্ষন ।। আরে নীচে না ওপরে -
জগা ।। আমি আবার ওপরে কেন! ওপরে মানীগুনি জন .... আঃ লক্ষনা ছাড়না, আমাকে এখানে বসতে দেনা ....। তুই না -
মদন ।। আরে বস বস, আজ তুমি আমাদের অতিথিগো জগাদা! কি বল ইসমাইল ভাই!
ইসমাইল ।। হ্যাঁ হ্যাঁ ওপরেই বসো -
লক্ষন ।। তালে মিটিন শুরু? আজকের এই মিটিনের সভাপতি -
চোবে ।। হামাদের দারোগা সাহেব!
সবাই ।। হ্যাঁ হ্যাঁ দারোগাবাবু!
জগা ।। দারোগাবাবু আপনি?
আশ্বিনী ।। আর বলছ! জরুরী তলব! আসাটাও জরুরী। চলে এসেছি। এমন একটা মিটিং হবে, না এসে পারলাম না! হ্যাঁ তাহলে মিটিং শুরু করছি? কথাটা উঠুক ঘাটোয়ারজী!
চোবে ।। জরুর জরুর! এই রানীরঘাটে ক্ষেপীমায়ের কোলে পেরায় তেইশ বছর আগে যে ফালতু জনম লিয়েছিল সে এখোন জোয়ান হয়েছে। রানীর ঘাটই তাকে বড় করেছে আদর দিয়ে প্যায়ার দিয়ে।
জগা ।। আমার তো এখনও মনে আছে গো দারোগাবাবু, আমার মা মুখ্যু হলে কি হবে! পেরানটা ছিল এই বড়! ফালতুর জন্মের রাতে কি বিষ্টি কি মেঘ, পেলয়ঙ্কর চলছে! তার মধ্যে আমার মা কাঠরে, আগুনরে, সেঁকারে, পোড়ারে, আপনার মশাই লণ্ঠনরে করে রানীর ঘাটের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো দাপিয়ে বেড়িয়েছে .... আজকাল আর অমুন মানুষ হয়না গো দারোগাবাবু! .... তো ফালতু এখন মানুষ হয়েছে, পাকা ডেরাইভার। ও জানেইনা এসব কথা। কে ওর চোখে কাজল পরিয়ে, তেল মাখিয়ে রোদে বসে থাকত জিজ্ঞেস করেন, ফালতু বলতে পারবেনা ....
চোবে ।। ময়রাভাবীর পারান ছিল আমাদের ফালতু!
মদন ।। এতো কথা না বলে আসল কথাটা উঠুক!
লক্ষন ।। আমি বলছি। কথা হচ্ছে - ময়রামাসীর কাছে শোনা কথা সুরিক্ষেপী মাসীর আগে থেকেই চেনাজানা ছিল। মাসীর স্বজাতিরই মেয়ে। স্বামীর অত্যাচারে -

জগা ।। আরে না না -
আশ্বিনী ।। আহা লক্ষনকে বলতে দাওনা -। হ্যাঁ বল লক্ষন!
লক্ষন ।। মাসী আমাকে বলেছিল, সত্যি মিথ্যে মাসীই জানত। মাসী তো আর নাই, কিন্তু তার কথাটা আছে। মাসী আমাকে যা বলেছে আমি তাই বলেছি। আর ক্ষেপী যদি মাসীর স্বজাতিরই না হতো তাহলে কি আর অমন করে ক্ষেপীর সেবাযত্ন করত, নাকি ফালতুকে কষ্ট করে কোলে পিঠে মানুস করত! বলেন সবাই -
সবাই ।। ঠিক, ঠিক। নিজের জাত না হলে অমন করে করবে কেন!
জগা ।। আমি জানিনা। হতে পারে, হতে পারে। আমি কিন্তু জানিনা -
চোবে ।। দারোগা সাহেব হামরা রানীরঘাটবালারা সোবাই মিলে ফালতুকে মানুষ করেছি। এখোন লায়েক হয়েছে। ভালো কামাচ্ছে। ই লাইনের নাম কোরা ডেরাইভার। হ্যাঁ এটা ঠিক যে লেখাপোড়াটা হামরা বেশী কোরে শিখাতে পারিনি। তাতে কি! যে বিদ্যাটা ইসমাইল ওকে শিখিয়েছে সেটাই বা মোন্দো কি! বই পোড়াও বিদ্যা, ডেরাইভারী কোরাটাও বিদ্যা!
সবাই ।। একশোবার, একশোবার!
মদন ।। এখন তাহলে ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার! ওর মা বাবা নাই তো কি হয়েছে! আমরা আছি, আমরাই ওর মা বাবা! আমরা সবাই মিলে ওর বে দেব -
সবাই ।। এতো ভাল কথা! খুব ভাল হবে। ফালতুর বিয়েতে কিন্তু খুব ধুমধাম করতে হবে!
লক্ষন ।। চোবেজী! আপনাকে কিন্তু আদ্ধেক খরচা দিতে হবে -
চোবে ।। আরে আদ্ধেক কেনো, হামি তিনভাগ দিবে!
ইসমাইল ।। বাকী ভাগ আমার!
লক্ষন ।। না না সে হবেনা! আমরাও দিব!
মদন ।। আমার কাছ থেকেও কিছু নিতে হবে-
আশ্বিনী ।। আমাকেও যে কিছু দিতে হবে চোবেজী!
সবাই ।। আমরা সবাই দিব, যে যা পারব, যার যা ইচ্ছ্যা! মহচ্ছব করব আমাদের সবার ফালতুর বে তে!
চোবে ।। ঠিক আছে। হামরা সোবাই মিলে দিবে!
লক্ষন ।। আরে বেশি হলে আলকাপ গানের আসর বসাব -। কি জগাদা? তুমি কি বল?
জগা ।। নিশ্চয়ই! ফালতুর বে হলে সবার থেকে খুশী হবো আমি।
আশ্বিনী ।। কিন্তু পাত্রী ?
জগা ।। দেখ সবাই মিলে খুঁজে পেতে দেখ!

দপ করে আলো নেভে।

ষোল

দপ করে আলো জ্বলে। দেখা যায় ঘাটপাড়ে গাছের আড়ালে ফালতু আর টুকি।

টুকি ।। আমার আর ভাল্লাগছেনা .... তুমি আমাকে নে চল!
ফালতু ।। কোথায়?
টুকি ।। যেখানে হোক ! তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার একটুও ভাল্লাগছেনা!
ফালতু ।। তার ব্যবস্থা তো হচ্ছে। ঐ যে মিটিন বসেছে , ওতো আমাদেরই জন্য -
টুকি ।। বাবা যদি রাজী না হয়?
ফালতু ।। কেন রাজী হবে না কেন? আমার বাপের ঠিক নাই বলে! ঐ মিটিনে যারা বসেছে তাদের মধ্যেই তো কেউ আমার বাবা টুকি!
টুকি ।। তোমার রাগ হচ্ছেনা?
ফালতু ।। আগে হত, এখন আর হয়না। জগাকা, ইসমাইলচাচা, লক্ষনকা, মদনকা, দারোগাবাবু এদেরই তো কেউ এই সুন্দর পৃথিবীটাই আমাকে আমার মায়ের গর্ভে নিয়ে এসেছে! তা না হলে তো আমার জন্মটাই যে হত না! টুকি! এদেরই কোন একজনের জন্য আজ আমি এই সুন্দর পৃথিবীটার স্বাদ নিতে পারছি! আমাকে যে সবাই ভালবাসে টুকি! আমার দুঃখ কি!

দপ করে আলো নেভে।

সতের

আগের সেই সভা।

জগা ।। ফালতুর বে হলে সবার থেকে খুশী হবো আমি।
আশ্বিনী ।। কিন্তু পাত্রী ?
জগা ।। দেখ সবাই মিলে খুঁজে পেতে দেখ!
লক্ষন ।। খুঁজে পেতে দেখার কি আছে! পাত্রী তো আমাদের চোখের সামনে গো!
মদন ।। আমাদের ঘাটে!
লক্ষন ।। আমাদেরই মেয়ে! ফালতুর স্বজাতির মেয়ে!
জগা ।। কে গো? কে সে কপাল করা মেয়ে?
চোবে ।। টুকটুকি!

জগার মাথায় যেন বাজ পড়ে। সবাই একদম চুপ।

জগা ।। না কক্ষনো না। কিছুতেই না। হবেনা - এ বে হতে পারে না-
দারোগা ।। কেন হবে না কেন?
চোবে ।। এমোন ভাল জামাই পেলে তুই বোর্তে যাবি জোগা! তাছাড়া হামি খুদ দেখেছি ওদের বোড্ড মোনামোনি ভাব! বোহত মিলমিশ!
জগা ।। মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা। ওরা ভাই বোনের মতো করে মিশে-
লক্ষন ।। বর কোনে রাজী! তাই এ বিয়ে আমার দিবই জগাদা! হ্যাঁ এরপর যদি তোমার কোন কথা থাকে বলতে পার!
জগা ।। না না লক্ষণা তুই জানিসনা । এ বে হয়না হতে পারে না!

শোরগোল শুরু হয়। সবাই জগাকে বোঝায়। জগার চারদিক সবাই ঘিরে দাঁড়ায়। কাকুতি মিনতি চলে। জগা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।

জগা ।। এই মিটিন আমি মানি না। মানিনা এই মিটিন- আমি মেয়ের বাপ বলছি দরকার হলে গলায় কলসি বেঁধে ডুবিয়ে মারব রানীর ঘাটে তবু এ বে আমি দিব না! যার বাপের ঠিক নাই

ফালতু ঘাটপাড়ের ওপরে এসে দাঁড়ায়।

যার মা একটা বেশ্যা -

ফালতুর ওপর চোখ পড়ে। থতমত খেয়ে যায়।

জগা ।। .... ফালতু, ... বাপ আমার! তোর হাত দুটো ধরে বলছিরে এ নিশুতিকাল! মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে বলছি! এই রানীর ঘাটের সবাই ষড়যন্ত্র করেছে! জোর করে তোর সঙ্গে আমার মেয়ে টুকির বে দিবে। তুই আমায় কথা দে ফালতু! তুই রাজী হবিনা!

ফালতু ।। কেন! রাজী হব না কেন! জগাইকা! আমি তোমার টুকিকে ভালবাসি জগাইকা!

জগা ।। পাপ! পাপ! একথা তুই মুখে আনিসনা বাপ!

ফালতু ।। কেন? পাপ কেন? আমার বাপের ঠিক নাই বলে?

এই সময়ে টুকটুকি ও লক্ষী এসে এক কোনে দাঁড়ায়।

জগা ।। কে বলে তোর বাপের ঠিক নাই! কোন শালা বলে! .... ফালতুরে! এই মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে বলছি- তোরা ভাইবোন! আমি মহাপাপী! টুকটুকি আর তুই ভাইবোন! এ বিয়ে হয়না-

টুকটুকি সেখান থেকে পালাতে যায় লক্ষী ওকে জোর করে ধরে রাখে।

ফালতু ।। হতে পারে তুমি লম্পট! রাতে আমার মা আটচালায় থাকত আর তোমরা রানীরঘাটওয়ালারা আমার মাকে .... ! জগাইকা এখন আমার বয়স হয়েছে, বুঝতে পারি সব! কেন আমাকে মানুষ করা সব বুঝি। আজ পারুলিয়ার নতুন রুটে গাড়ি খারাপ হয়েছিল, মিস্ত্রী ডাকতে যাব, এমন সময় মাথায় টুপি পরা সাদা দাড়ি মুখে এক মুসলমান সায়েব এল, নাম বলল ইব্রাহিম হাজী- কথায় কথায় বলল ঘাটে এক পাগলী থাকত। জিজ্ঞাসা করল আমি তাকে জানি কিনা! বললাম আমি তারই ছেলে! শুনেই লোকটা আমায় জড়িয়ে ধরল, বলল- তুমি তারই ছেলে বাবা! তারপর সেতো আমাকে কিছুতেই ছাড়বেনা, জড়িয়ে ধরে সেকি টানাটানি! তারপর বলল- এক বর্ষার ঝড় জলের রাতে সে নাকি আমার ক্ষেপীমায়ের ঘরে......! আজ আবার এখন দেখি জগাইকাকা তুমি! কী বাবা দেখাচ্ছ সবাই মিলে! রানীরঘাটের মরাখেকো শিয়ালকুত্তাগুলো ফালতুকে বাবা দেখাচ্ছে বাবা! আমার বাপের দরকার নাই! হুঁ বাবা দেখাচ্ছে শালারা! মানিনা! মানিনা তোমাকে বাপ বলে! .... এই রানীরঘাটের সবাই আমার বাপ! সবাই! তুমি একা নও জগাইকা! ঐযে দারোগা সাহেব, ইসমাইল চাচা, লক্ষনকা, মদনকা, মাঝিকাকা,ঐ লোকটা হেঁটে যাচ্ছে ঘাটপাড় দিয়ে সবাই সবাই আমার বাপ! সবাই! ....

আমার ক্ষেপীমা যেমন সবাইকে বাবা বলত ঠিক তেমন করে, তেমন করে আমিও তোমাদের সব্বাইকে বাবা বলে ডাকব। বাবা !বাবা! বাবা গো ....!

লক্ষী যেন একটু এগিয়ে দেয় টুকটুকিকে। বাঁধনহারা টুকটুকি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফালতুর বুকে।
এক হয়ে যায় যেন তাদের সমস্ত সত্তা। সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।
একমাত্র চোবে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় তাদের দিকে।
আস্তে আস্তে আলো নেভে।

পর্দা পড়ে।